LTC Lakemba Travel Centre
Amer Yassin
Manager
Lakemba Travel Centre
8/61-67 Haldon Street
Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
P +61 29750 5000
F +61 2950 5500
e info@lakembatravel.com.au
w www.lakembatravel.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

Your family Chemist
BASSAM DIAB, B.Pharm. M.P.S.
*Agent for Diabetes Australia *Health care Monitoring machinery *Blood Pressure Machine, Blood Glucose Machine *Huge collection of perfumes and other cosmetics
*We have experienced and professional phamacists
90 years of Chemist Ecperience
New branch in Punchbowl
Open now, Address: 757 Punchbowl Road, Punchbowl, NSW 2195, Tel: 0297902377
62 Haldon street, Lakemba Nsw 2195, Ph: 0297591013

Suprovat Sydney, January-2022, Volume-14, No-01 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের কুখ্যাতি অর্জনের বছর

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসীদের অবস্থান কি?

ড. ফারুক আমিন

২০২১ সালের শুরুর দিকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আলজাযিরা প্রকাশ করে একটি অনুসন্ধানী ডকুমেন্টারি ভিডিও, নাম 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস ম্যান'। এই বিস্ফোরক ডকুমেন্টারিতে পরিস্কারভাবে দেখানো হয় কিভাবে একটি অপরাধী মাফিয়া চক্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় যথেচ্ছা অপরাধ করেও কোন শাস্তির মুখোমুখি না হয়ে বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ভোগ করে যাচ্ছে। তৎকালীন সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদের সহোদর ভাই এবং শেখ হাসিনার প্রাক্তণ দেহরক্ষী হওয়ার সুবাদে সাজাপ্রাপ্ত কুখ্যাত শীর্ষসন্ত্রাসীর দল সরকারী ছত্রছায়াতেই বাংলাদেশে যাওয়া আসা করছে, নিরাপত্তা সহ নানা সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে এবং বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপুল পরিমাণ টাকা পাচার করছে এবং এমনকি *৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সূচিপত্র

প্রবাসী ৫০ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ ৪
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের লন্ডন মহানগরীর কমিটি গঠন ৫
নতুন জাতের কোরোনা ভাইরাস 'অমিক্রন' ৬
বাংলাদেশের র‍্যাব বাহিনী এবং ছয় র‍্যাব কর্মকর্তার অন্তর্ভূক্তি ৭
সিডনিতে বাংলাদেশী ছেলেকে কুকুরের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত ১১
শহীদ মিনারে ভোট ডাকাতি দিবসের অভিনব প্রতিবাদ ১৫
ABSC INC. HOLDS MEDIA CONFERENCE 2021 ১৬
সুপ্রভাত সিডনি: পুনরুজ্জীবিত করার একটি মঞ্চ ২১

সুপ্রভাত সিডনি
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN- 93 600 352 716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Legal Advisor: **Mr Hamad Zreika** (Special Counsel)
Editor in Chief: **Md Abdullah Yousuf**
Editor: **Dr Faroque Amin**
Special Division Editor: **Ahmed Raju**
Distribution: **Arif Rahman**
Webmaster: **Golam Mostafa**
Assist Webmaster: **Mahmud chowdhury**
Graphic Designer: **Mizanur Rahman**
Composer: **Sumon Islam**
Delivery: **Apostolo**

Reporter
Habib Hasan, Abul Bashar, Dr Fakir Munshi, Javed kawser, Iqbal Mahmud

SStv Live Streaming
Noman Masum

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195, Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

খ্রিষ্টিয় ২০২১ সাল অতিক্রান্ত করে পৃথিবী উপনীত হয়েছে নতুন বছরে। যদিও সময়ের এ পরিক্রমায় পৃথিবীবাসী ও মানবতা কতটুকু কি অর্জন করেছে, সভ্যতা কতদূর এগিয়েছে বা পিছিয়েছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ এবং আলোচনার যোগ্য বিষয়, তথাপি চলমান সময়ের নতুন একটি স্তরে কল্যাণ কামনায় এবং আশাবাদ ব্যক্ত করে সুপ্রভাত সিডনি এগিয়ে যাবে।

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রধান কমিউনিটি পত্রিকা হিসেবে এবং বর্তমানে একমাত্র প্রকাশিত বাংলাভাষী পত্রিকা হিসেবে আমরা সচেষ্ট থাকবো বাংলাভাষী কমিউনিটির সর্বপ্রকার কল্যাণের জন্য। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলমান এই যাত্রাপথে আমরা পরম করুণাময়ের রহমতে এখনো কাজ করে যাচ্ছি। এই সময়কালে যারাই আমাদের সাথে থেকেছেন, সুপ্রভাত সিডনিকে নিয়মিত পড়েছেন, নানা সহায়তা করেছেন, আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা আশা করি মহান আল্লাহ তায়ালা হয়তো এ বছরে মানবজাতির জন্য, আমাদের সবার জন্য অধিকতর কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। যে কোন কিছুর জন্য আমরা তারই প্রতি মুখাপেক্ষী এবং ভালো বা মন্দ যে কোন কিছুকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করার মাঝেই এই মানবজীবনের জন্য অধিকতর কল্যাণ। তথাপি তাঁরই শিখিয়ে দেয়া প্রার্থনা আমরা বারবার স্মরণ করি 'আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেবেন না যা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই'।

বিগত বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী মহামারীতে পর্যদুস্ত মানবজাতি এখন একটু স্বস্থির আশায় ব্যাকুল। অনেকেই বুঝতে পারছে এই বিপর্যয়ের পেছনে মানুষের নিজেদের ভূমিকাই বেশি। পুরো পৃথিবীজুড়ে পরিবেশ ও প্রাণের বিপর্যয় ঘটিয়ে, যথেচ্ছা ভোগবিলাস এবং অপচয়ের মহরত ঘটিয়ে বর্তমানে এই গ্রহের অস্তিত্বকেই মানুষ হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। ধীরে ধীরে এক মহা বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পুরো পৃথিবী। এমনকি করোনাভাইরাসের মতো প্রাণসংহারী মহামারীকেও মানুষ উদ্ভাবন করেছে পরীক্ষাগারে। মানুষের নিজের হাতের উপার্জনে যখন তারা দিশেহারা, তখনও তাদের মাঝে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযমের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। আমরা আশা করবো নতুন এই বছরে মানুষের মাঝে শুভবুদ্ধির উদয় হবে। পরিবেশ-প্রকৃতি, প্রাণবৈচিত্র্য এবং মানবতার প্রতি আরো বেশি যত্নশীল হয়ে উঠবে সবাই।

বিগত বছরটি ভালোমন্দ মিলিয়েই অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য ছিলো একটি ব্যতিক্রমী সময়। মহামারী-জনিত নানা অর্থনৈতিক, মানসিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার ভুক্তভোগী হয়েছেন অনেকে। আবার অনেকেরই কর্মক্ষেত্রে এসেছে নতুন সুযোগ। অনেকেই চিরদিনের জন্য হারিয়েছেন পরিবারের প্রিয়জনদেরকে।

দুঃখজনকভাবে এই সময়কালে বাংলাদেশের চলমান গণতন্ত্রহীনতা, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি এবং দুর্বত্তপনা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির মহামারী যেন প্রকৃতির মহামারীকেও ছাড়িয়ে গেছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে এসে বাংলাদেশের অর্জন হলো সারা পৃথিবীর সামনে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হয়ে বার্মা, উত্তর কোরিয়া এবং চায়নার সিংঝিয়াং প্রদেশের সাথে একই কাতারে দাঁড়ানো। এই বছর শুরু হয়েছিলো বিশ্ববাসীর সামনে বাংলাদেশকে মাফিয়ারাষ্ট্র হিসেবে চিত্রিত করার আলজাযিরা ডকুমেন্টারির মাধ্যমে, তা শেষও হয়েছে মার্কিন স্যাংশনের মাধ্যমে। দেশের এই ক্রমাগত অধপতন ও অন্ধকারের দিকে যাত্রা প্রতিটি সচেতন প্রবাসীকে ব্যথিত করেছে প্রতিনিয়ত।

এর মাঝেও অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী বাংলাদেশীদের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো স্থানীয় রাজনীতিতে অধিকতর মাত্রায় অংশগ্রহণ। বছরের শেষদিকে এসে নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেটের স্থানীয় কাউন্সিল নির্বাচনে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত রাজনীতিবিদ কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

যদিও পূর্বে নির্বাচিত হাতে গোণা কিছু বাংলাদেশী কাউন্সিলর স্বচ্ছতা ও জনসেবার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন, বরং তাদের কেউ কেউ প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য উল্টা কলংকের তিলক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তথাপি আমরা প্রত্যাশা করবো নতুন কাউন্সিলররা আগের সেই সব ব্যার্থতা ও দুর্নীতির ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে বরং সত্যিকার জনসেবক ও সভ্য রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রমাণ করবেন। বাংলাদেশর পঁচন ধরা ও ধ্বংসপ্রায় পরিবেশের বাইরে জনসেবার রাজনীতি চর্চার মাধ্যমে হয়তো এই উঠতি এবং মাঠপর্যায়ের রাজনীতিবিদরা অস্ট্রেলিয়ায় একটি গণবান্ধব রাজনীতি চর্চার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। তা না করে যদি তারা আগের কিছু কিছু বাংলাদেশী কাউন্সিলরদের মতোই নানা অসদুপায় অবলম্বনের ধারা জারি রাখেন, তবে তা হবে জাতি হিসেবে আমাদের জন্য প্রচন্ড হতাশাজনক একটি বিষয়।

আমাদের সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে সুপ্রভাত সিডনি পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা। হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২২।

আপনাদের অতি পরিচিত **তাজ এম্পোরিয়াম** এখন নতুন নাম এবং নতুন পরিবেশে Mascot এ

Tiger Taj Cafe & Grocer

চা-কফি-নাস্তা আড্ডা ও নিত্য প্রয়োজনীয় Grocery Shopping একসাথে

Saturday Specials

Freshly made ভাপা পিঠা, তেলে পিঠা, চিতই পিঠার সাথে চেপা শুঁটকি ভর্তা, মোগলাই, পিয়াজু, চটপটি ও ফুসকা।

আমাদের ঠিকানা

13/966 Botany Rd, Mascot NSW 2020
Monday-Saturday 8.00 AM-5.00 PM

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের কুখ্যাতি অর্জনের বছর

১ম পৃষ্ঠার পর

সরকারী কেনাকাটার দালালী করে ব্যবসা করছে, এমন সব ভয়াবহ ঘটনা উঠে আসে বিভিন্ন গোপন ভিডিও, রেকর্ডেড কথোপকথন এবং হুইসেলব্লোয়ারের বর্ণনায়।

দুই হাজার আট সালে ফখরু-মইনুর সামরিক সরকারের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ যে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে, তার নানা খবর বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশ হলেও এটি ছিলো প্রথম পূর্ণাঙ্গ একটি প্রতিবেদন যেখানে আন্তর্জাতিক মহলের সামনে বাংলাদেশের মাফিয়া সরকারের সত্যিকার চেহারা পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ সহ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

এর প্রতিক্রিয়ায় অপরাধ স্বীকার এবং অপরাধীদেরকে শাস্তির আওতায় আনার পরিবর্তে আওয়ামী লীগ তাদের চিরাচরিত পদ্ধতি গায়ের জোরে অস্বীকারের পন্থা অবলম্বন করে। সারা পৃথিবীবাসীর সামনে তাদের দুর্বৃত্তপনা ও অপরাধের চিত্র পরিস্কার হয়ে গেলেও আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে সাধারণ সমর্থক সকলেই নির্লজ্জভাবে বরং আল জাযিরার উপর পাল্টা আক্রমণ এবং ডকুমেন্টারিটির জন্য তথ্য প্রদানকারী সাংবাদিক সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ব্যক্তি আক্রমণের পন্থা বেছে নেয়।

দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থেকে নাকে খত দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও করুণা ভিক্ষা করে উনিশশ ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ বেছে নিয়েছিলো সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখার উপায়। ঐ সময় তারা জয়নাল হাজারি কিংবা শামীম ওসমানের মতো আঞ্চলিক গডফাদারদেরকে দিয়ে সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার মাধ্যমে ক্ষমতা স্থায়ী করতে চেয়েছিলো। কিন্তু দুই হাজার এক সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম নিরপেক্ষ কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনে গো-হারা অর্জন করার পর তারা তাদের পদ্ধতি পরিবর্তন করে।

সামরিক সরকারের সাথে পর্দার অন্তরালে চুক্তির মাধ্যমে দুই হাজার আটে পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর এবার দলটি রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের পরিবর্তে প্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগ ও সামরিক বাহিনীর দুর্বৃত্তায়নে পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে। নতুন এই মাফিয়া পদ্ধতির মাধ্যমে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় রয়েছে এবং নিকট ভবিষ্যতে গণঅভ্যুত্থান ছাড়া এই অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী শক্তির ক্ষমতা থেকে অপসারণের আর কোন পন্থা এখন আর খোলা নেই।

এই মাফিয়াগিরির একটি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক উন্মোচিত হয় আলজাযিরার এই ডকুমেন্টারিটির মাধ্যমে। তথাপি সব কিছুকে উপেক্ষা করেই আওয়ামী লীগ মনে করেছিলো তারা তাদের ক্ষমতাকে নিশ্চিত করে রেখেছে। কিন্তু বছরের শেষে এসে ঘটে যায় আরো কিছু বিস্ফোরিক ঘটনা। আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তরা বুঝতে পারছে তাদের জন্য অবারিত সুযোগ সুবিধা এবং ভোগের জায়গা সীমিত হয়ে আসছে।

বছরের শেষ মাসটিতে এসে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে আমেরিকার ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার লংঘনের অপরাধে নির্দিষ্ট কিছু দেশ, সংস্থা এবং ব্যাক্তির বিরুদ্ধে গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি এক্টের আওতায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। নর্থ কোরিয়া, মায়ানমার এবং চীনের সিংঝিয়াং প্রদেশের পাশাপাশি এই নিষেধাজ্ঞার তালিকায় উঠে আসে বাংলাদেশের নাম। তেরো বছর যাবত প্রশাসন, বিচারবিভাগ ও আইনশৃংখলা বাহিনীকে ব্যবহার করে ক্ষমতার যথেচ্ছা অপব্যবহার করার পরিণতি শুরু হয়েছে। সারা পৃথিবী এখন পরিস্কারভাবে জানতে পারছে বাংলাদেশের জংলী অবস্থার ঘটনা।

এই নিষেধাজ্ঞায় এবার আওয়ামী লীগ সরকারেরই দুর্বৃত্তায়নের আরেকটি স্তম্ভ এবং বাংলাদেশের প্যারামিলিটারি এলিট ফোর্স র‍্যাব মানবাধিকার লংঘনের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে। বছরের শুরুতে আল জাযিরার ডকুমেন্টারিতে যেভাবে সেনাপ্রধান আজিজ পরিস্কারভাবেই একজন ক্রিমিনাল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিলো, সাম্প্রতিক এই নিষেধাজ্ঞায় সর্বপ্রধান ক্রিমিনাল হিসেবে উঠে এসেছে পুলিশপ্রধান বেনজির আহমেদের নাম। বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে স্বৈরাচারী ক্ষমতার টিকে থাকা নিশ্চিত করার চলমান অপরাজনীতির কারণে সারা পৃথিবীর সামনে দুর্বৃত্ত এবং অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে রাষ্ট্রের নানা প্রতিষ্ঠান ও স্তম্ভগুলো। তথাপি প্রতিটি সচেতন মানুষের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা কিছুটা হলেও আশার বাণী বয়ে এনেছে। দীর্ঘ তেরো-চৌদ্দ বছর যাবত নির্বিচারে চালানো বিচারিক হত্যাকান্ড, গুম, খুন, নির্যাতন এবং ক্রসফায়ারের ঘটনাগুলো জমে জমে শেষপর্যন্ত বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

আমেরিকান ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের নিষেধাজ্ঞা প্রকাশের পরও নিজের স্বভাব অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও পান্ডারা আত্মসমালোচনা ও সংশোধনের পরিবর্তে বরং পাল্টা ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও গলাবাজির পথ বেছে নিয়েছে। র‍্যাবের অফিসার এক সংবাদ সম্মেলনে বড় গলায় বলেছে, দেশের স্বার্থ রক্ষায় যদি মানবাধিকার লংঘন করতে হয় তাহলে তাতে তারা কোন সমস্যা দেখে না। তথাকথিত এই 'দেশের স্বার্থ' এর অর্থ হলো নিজেদের ক্ষমতা নিরংকুশ করা ও মানুষ খুন করার চর্চা বহাল রাখা তা এখন সবাই বুঝতে পারে।

এই স্যাংশন প্রকাশের কয়েক সপ্তাহ পরেই আমেরিকান সরকার তাদের নিজস্ব দুর্নীতিবিরোধী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে নগদ টাকায় কেনা বাড়ি ও সম্পত্তির আয়ের উৎস খতিয়ে দেখার ঘোষণা দিয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত সেদেশের এই সরকারী কর্মসূচী বাস্তবায়নের কথা শোনা যাচ্ছিলো, এবার তার কার্যকর পদক্ষেপ শুরু হতে যাচ্ছে। এই ঘটনা প্রকাশের পর বাংলাদেশের সরকারী নেতাকর্মী, সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ অফিসার, মন্ত্রী দুর্বৃত্ত সবারই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে। স্বয়ং শেখ হাসিনা উন্মাদ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার ও নানা প্রসঙ্গে অবান্তর আবোল তাবোল বকতে শুরু করেছে। কারণ সেদেশের সরকার যদি এই ধরণের সম্পদের উৎস আসলেই খতিয়ে দেখতে শুরু করে তাহলে তার পুত্রধন ও জাতীয় দুর্নীতিবাজ সজীব ওয়াজেদ জয়ের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়বে। মার্কিন নাগরিক বিয়ে করে সেদেশে বসবাস করা জয়ের হাজার কোটি টাকা মূল্যের নানা সম্পত্তির যে বৈধ কোন উৎস নেই, তা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে স্বাধীনতার চেতনার নামে বাংলাদেশ জবরদখল করে থাকা এই পরিবারটির দীর্ঘদিনের সব অর্জনই ধ্বংস হয়ে যাবে।

ম্যাগনিটস্কি এক্টের আওতায় বিভিন্ন দেশের দুর্নীতিবাজ নেতা ও কর্মকর্তাদের অবৈধ সম্পদ উন্নত দেশে পাচারের সুযোগ যখন সীমিত হয়ে আসছে, এর প্রভাব পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য দেশেও পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। মুরাদ হাসান নামে বাংলাদেশেরই আরেক প্রতিমন্ত্রী উন্মাদের মতো নানা কথাবার্তা বলে ও কাজকর্ম করে দেশজুড়ে প্রতিক্রিয়ার ফলে মন্ত্রীত্ব হারানোর পর কানাডায় পাড়ি জমানোর চেষ্টা চালায়। কিন্তু ঐ দুর্নীতিবাজ আওয়ামী মন্ত্রীকে কানাডা সরকার সেদেশে ঢুকতে দেয়নি, এয়ারপোর্ট থেকেই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে। বাংলাদেশের মতো দুর্নীতিগ্রস্থ ও অধপতিত জংলী শাসনের দেশে এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এর আগে বাংলাদেশের কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে চরম অহংকারী ও দুর্বিনীতি দুর্বৃত্ত ও দুর্নীতিবাজ বাংলাদেশী রাজনীতিবিদরা পশ্চিমা কোন দেশ থেকে এভাবে প্রত্যাখ্যাত হবে। বাংলাদেশকে লুটেপুটে খেয়ে বিদেশে পাড়ি জমানো এবং নিশ্চিন্তে অবৈধ সম্পদ ভোগ করে আরাম আয়েশ করাটাই ছিলো তাদের স্বাভাবিক ও প্রতাশিত কাজ। কিন্তু এই প্রথম তাদের সেই নিশ্চিত বিদেশ গমন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এতে করে বুঝা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে পশ্চিমা দেশগুলো সচেতন হয়ে উঠছে। কানাডা থেকে আওয়ামী মন্ত্রী মুরাদের গলাধাক্কা খাওয়ার এ ঘটনায় কানাডা প্রবাসী সচেতন বাংলাদেশীদের নানা উদ্যোগের কথা শোনা গিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে দুনীতির টাকা নিয়ে গিয়ে কানাডার বেগমপাড়া নামে খ্যাত স্থানে বাড়ি কেনার ঘটনা এবং টাকা পাচারের মহামারীতে কানাডা প্রবাসীরা সচেতন হয়ে সেদেশে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্থানীয় সরকারী মহলে তথ্য প্রদানের বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রশংসনীয় এই কাজগুলোর সুফল পেতে শুরু করেছে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ।

আমেরিকা, কানাডা সহ ইউরোপের নানা দেশের সরকার গুলো যখন সচেতন হয়ে উঠছে, প্রবাসীরা যখন দুর্নীতিবিরোধী ও মানবাধিকার লংঘনকারী অপরাধীদের বিরুদ্ধে ঐ দেশগুলোতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, এমন মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভূমিকা নিয়ে সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে।

অস্ট্রেলিয়াতেও এ ডিসেম্বর মাসেই সিনেটে পাস হয়েছে ম্যাগনিটস্কি এক্ট। সুতরাং অবৈধ সম্পদ ও দুর্নীতির টাকা পাচার করে আনা অপরাধীদেরকে ধরার আইনসঙ্গত সুযোগ তৈরি হয়েছে এদেশেও। আমেরিকাতে অবৈধ টাকা দিয়ে সম্পত্তি কেনার কাজে যেসব আত্মীয় স্বজন বা পরিচিতরা নাম দিয়ে সহায়তা করেছে তারা এখন বিপাকে পড়ে গেছে। অথচ অস্ট্রেলিয়াতে এখনও কিছু চিহ্নিত বাংলাদেশী এ ধরণের অবৈধ ও দুর্নীতির টাকা পাচার করে আনার কাজে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু মুখচেনা মানুষের গজিয়ে উঠা মানি ট্রান্সফার ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশী কমিউনিটিতে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

আমেরিকান ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের স্যাংশনে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে মানবাধিকার লংঘনের জন্য গুরুত্ব দিয়ে যে অপরাধীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে সেই বেনজির আহমেদ কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির নানা পরিচিত মানুষের সাথে বিভিন্ন মিটিং এ মিলিত হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত গুম-খুনের এমন একজন হোতা কিভাবে অস্ট্রেলিয়ায় এসে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে মিটিং করতে পারে, এসব ছবি ও প্রমাণ দেখে ইতিমধ্যেই স্থানীয় এমপি এবং সিনেটররা চরম বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং তারা এদেশের আইনশৃংখলা বাহিনী ও দুর্নীতিবিরোধী সরকারী সংস্থাগুলোর কাছে এসব প্রমাণ নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করেছেন। কিন্তু যেখানে স্থানীয় রাজনীতিবিদরা বাংলাদেশের দুর্বৃত্তদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য নিজ উদ্যোগে কাজ করছেন সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশী-অস্ট্রেলিয়ানদের ব্যার্থতা চোখে পড়ার মতো। এমনকি এদেশে যারা নিজেদেরকে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাখা হিসেবে পরিচয় দেয়, তারাও কানাডা বা আমেরিকা প্রবাসীদের মতো কোন কার্যকর উদ্যোগ নিতে সক্ষম হয়নি। সচেতন প্রবাসীদের অনেকেই মনে করেন তাদের অনেকে প্রকাশ্যে নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক পক্ষের মানুষ হিসেবে পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে সামান্য ব্যাবসায়িক স্বার্থের জন্য তাদের অনেকেই গোপনে ফ্যাসিবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। তথাপি বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা নিয়ে যে সচেতনতার জোয়ার শুরু হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় অস্ট্রেলিয়াতেও এর প্রভাব পড়বে। এমনকি কোটারি স্বার্থবাদী বিশ্বাসঘাতকেরা নিস্ক্রিয় হয়ে থাকলেও উন্মুক্ত তথ্যপ্রবাহের এই যুগে অস্ট্রেলিয়ান মূলধারার রাজনীতিবিদ ও সচেতন মানুষদের কাছে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা আর গোপন থাকবে না।

প্রবাসী ৫০ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

প্রবাসী বাংলাদেশীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশীজ বিজয়ের ৫০ বছর উদযাপনকালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের সম্মাননা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সাথে গত বৃহস্পতিবার লন্ডন থেকে এক ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রবাসী সংগঠকদের ৫০ জনের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আর আগামী মার্চ মাসে আরো ৫০জন সংগঠকদের নাম ঘোষণা করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশীজয় চেয়ারপারসন ড. হাসনাত এম হোসেন এমবিইর সভাপতিত্বে ও ডাইরেক্টর জেনারেল আ ম ওহিদ আহমেদ সভা পরিচালনা করেন। এসময় বক্তব্য রাখেন নিউক্যাসেল থেকে প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের তালিকা প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ নাদির আজিজ দারাজ, ট্রেজারার মাহতাব মিয়া, লন্ডন থেকে মিডিয়া ডিরেক্টর কে এম আবু তাহের চৌধুরী, প্রফেসর আব্দুল কাদের সালেহ, ওয়াশিংটন থেকে শরাফত হোসেন বাবু, নিউইয়র্ক থেকে হাসান আলী, সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যান মাহিদুর রহমান, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ডিরেক্টর শামসুল আলম লিটন, ব্যারিস্টার নজরুল খসরু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এমাদুল হক চৌধুরী, কানাডার মন্ট্রিয়াল থেকে অংশ নেন লেখক গবেষক মাহমুদ হাসান, অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রফেসর হুমায়ের চৌধুরী, মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে থেকে মাহবুব আলম শাহ, ডা. ওয়াহিদুল আলম, সাংবাদিক এনাম চৌধুরী, গীতিকার সুরকার সাদিকুর রহমান ও জার্মানি থেকে মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল কবির ।

ভয়ে ফর গ্লোবাল বাংলাদেশীজ'এর চেয়ার ড. হাসনাত এম হোসাইন এমবিই জানান, ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। মহান মুক্তিযুদ্ধে মাতৃভূমির এই বিজয়ের জন্য অসংখ্য প্রবাসীদের আত্মত্যাগ আর অবদান জাতি কোনদিন ভুলতে পারে না। ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশিজ'এর পক্ষ থেকে বিজয়ের ৫০ বছরের এই দিনে ৫০ জন প্রবাসীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করে আমরা সকল প্রবাসীদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করছি। পর্যায়ক্রমে দল মত নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব জনমত গঠনে তাঁদের অকৃত্রিম অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। সংস্থার পক্ষ থেকে ২০২২ সালের মার্চ মাসে লন্ডনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মাননা প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনে সকলে অংশ নেন। পরে সঙ্গীত শিল্পী সাদিকুর রহমানের গান, হাসান মাহমুদ ও নাদির দারাজের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর জমজমাট ও প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও পরে শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের অন্যতম ডাইরেক্টর প্রফেসর আব্দুল কাদের সালেহ।

প্রবাসী ৫০ জন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের তালিকা

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (লন্ডন), ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী (লন্ডন), শাহ এএমএস কিবরিয়া ও আবুল মাল আবদুল মুহিত (যুক্তরাষ্ট্র), মিসেস লুলু বিলকিস বানু (লন্ডন), মরহুম গৌছ খান (লন্ডন), মরহুম তৈয়বুর রহমান (লন্ডন), সিরাজুর রহমান (বিবিসি বাংলা), মরহুম আব্দুল মতিন চৌধুরী (ম্যানচেস্টার), মরহুম তাসাদ্দুক আহমেদ (লন্ডন), ড. কবির চৌধুরী (ম্যানচেস্টার), ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন (লন্ডন), আব্দুল মান্নান ছানু মিয়া (লন্ডন), ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদ কুতুব (নিউক্যাসল), মরহুম হাফিজ মজির উদ্দিন (লন্ডন), মরহুম শেখ আব্দুল মান্নান (কভেন্ট্রি), মরহুম আলহাজ্ব শামসুর রহমান (লন্ডন), মরহুম মিনহাজ উদ্দিন (লন্ডন), মরহুম আফরোজ মিয়া হাতেম তাই (বার্মিংহাম), মরহুম জাকারিয়া চৌধুরী (লন্ডন), মরহুম ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ (লন্ডন), মরহুম শামসুল আলম চৌধুরী (লন্ডন), আলহাজ্ব সামসুদ্দিন আহমেদ এমবিই (চেষ্টার), আলহাজ্ব মোতাসিম আলী (কভেন্ট্রি), তোজম্মেল হক এমবিই (টনি হক-বার্মিংহাম), মরহুম ওয়ালী আশরাফ (লন্ডন-জনমত), মিসেস ফেরদৌস রহমান (লন্ডন), মরহুম বদরুল হোসেন তালুকদার (লন্ডন), মরহুম এএম এ হক (বার্মিংহাম), মরহুম মনোয়ার হোসেন (ব্রাডফোর্ড), মরহুম মোঃ আব্দুর রকিব (লন্ডন), সুলতান মাহমুদ শরীফ (লন্ডন) আলহাজ্ব নাসির আহমেদ (বার্মিংহাম), আলহাজ্ব জিল্লুল হক (লন্ডন), মরহুম আলহাজ্ব মোঃ আলী ইসমাইল (বার্মিংহাম), মরহুম মোঃ রেজাউল করিম (বাংলাদেশ মিশন-লন্ডন), মরহুম মোঃ নাজির উদ্দিন আহমেদ (ম্যানচেস্টার), মরহুম মোঃ সবুর চৌধুরী (বার্মিংহাম), মরহুম সৈয়দ আব্দুর রহমান (বার্মিংহাম), মরহুম মকসুদ আলী (ওল্ডহ্যাম), কবি দবিরুল ইসলাম চৌধুরী এমবিই (সেন্ট আলবন্স), মরহুম মঈন উদ্দিন আহমেদ মনাফ মিয়া (লন্ডন), আলহাজ্ব মিম্বর আলী (লন্ডন), আতাউর রহমান খান (লন্ডন), আলহাজ্ব আফতাব আলী (ইপসউইচ),মরহুম মোশাহিদ আলী চৌধুরী (লন্ডন), মরহুম হাজী নেসার আলী (লন্ডন), মরহুম আমির আহমদ সিংকাপনী (লন্ডন), মরহুম মকদ্দুছ বখত (ম্যানচেস্টার) ও খন্দকার আব্দুল মোসোব্বির এমবিই (রচডেল)।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের লন্ডন মহানগরীর কমিটি গঠন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের লন্ডন মহানগর শাখার শূরার অধিবেশন ১১ ডিসেম্বর (শনিবার) পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন এবং পরিচালনা করেন সহসাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আল আমিন।

অধিবেশনে প্রধান অতিথি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক। শাখা পুনর্গঠনের কাজে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে সহযোগিতা করেন যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদ।

শূরার অধিবেশনে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি শায়খ মাওলানা ছালেহ আহমদ হামিদী, মাওলানা শাহনূর মিয়া, সহসাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাজিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালী।

অধিবেশনে কোরআন তিলাওয়াত, বার্ষিক রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা, শাখা সমূহের রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা, দায়িত্ব হস্তান্তর, শাখা পূনর্গঠন, নবনির্বাচিত দায়িত্বশীলদের শপথ, হেদায়েতী বক্তব্য, সভাপতির বক্তব্য, দু'আ ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে মাওলানা মুসলেহ উদ্দীনকে সভাপতি ও মাওলানা মুহাম্মদ আল আমিনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগরী কমিটি ২০২০-২১ মেয়াদের অবশিষ্ট সেশনের জন্য গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ হলেন সহসভাপতি হাফিজ শহীর উদ্দিন, মাওলানা আরমান আলী, মাওলানা মুহি উদ্দিন খান, মাওলানা শামছুল হুদা, সহকারী সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা নোমান হামিদী,সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়ব, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ সৈয়দ আরজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হুসাইন, সহবায়তুল মাল সম্পাদক হাফিজ ওলীউর রহমান, প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান, প্রকাশনা সম্পাদক হাফিজ মাওলানা ইসলাম উদ্দীন, সহপ্রকাশনা সম্পাদক হাফিজ আখলাক হোসাইন, অফিস সম্পাদক মাওলানা ফখরুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মদ শাহ জাহান সিরাজ, সহ সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব বদরুল ইসলাম। নির্বাহী সদস্য হাফিজ সানাওর আলী,মাওলানা সাইফুল ইসলাম, মুহাম্মদ আজমির সুলতান।

নব গঠিত কমিটির দায়িত্বশীলগণ কে শপথ বাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান। শেষে লন্ডন মহানগর শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমানের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

শোক সংবাদ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ৩ ডিসেম্বর (শুক্রবার) ২০২১ প্রায় ২ টা ৪৫ মিনিটে একেএম শামসুদ্দোহা (কামাল) ক্যাম্পেলটাউনস্থ এ তার নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন -ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছিলেন।

মৃতের নামাজে জানাযা গত শনিবার ৪ ডিসেম্বর ২০২১ বিকেল ৩ টায় ন্যারেলান (6 Richardson Road, Narellan, NSW 2567) কবরস্থানে সম্পন্ন হবার পর দাফন করা হয়। আল্লাহপাক উনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি রইল সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ হেকে গভীর সমবেদনা।

শোক সংবাদ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির ম্যাকুরি ফিল্ডসের মাহমুদ হাসান (একাউন্টেন্ট) ওয়েস্টমিড হাসপাতালে রেগুলার চেক আপের জন্য গেলে ডাক্তাররা অবস্থার অবনতি দেখে ভর্তি করে নেন। উনি অনেকদিন ধরে লিভার ক্যান্সার এ ভুগছিলেন। পরবর্তীতে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ ইন্তেকাল করেছেন । ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।

গত ৩০ শে ডিসেম্বর ২০২১ ন্যারেলান কবরস্থানে (6 Richardson Rd-Narellan, Camden Council, New South Wales, 2567) জানাজা শেষে দাফন করা হয়। মৃত্যু কালে তিনি তিন সন্তান এক ছেলে দুই মেয়ে, স্ত্রী বন্ধু -বান্ধব রেখে যান। আল্লাহপাক মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে রইল গভীর সমবেদনা।

Solar World
Residential & Commercial
Government Rebate Still Available
১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে সকল গ্রাহক শুভানুধ্যায়ীদের বিশেষ শুভেচ্ছা
Special discount
(18+4 panel free)
6.6 kw - $2499*
Quality Assured
We Provide CEC accredited Product
1300 131 989
HOT LINE : 0430 534 809
Suprovat Sydney Copy Right Protected
T & C apply*

নতুন জাতের কোভিড-১৯: অমিক্রন

সৈকত ইসলাম, সিডনি

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বৎসোয়ানা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় কোভিডের নতুন জাত চিহ্নিত হবার পর গত কয়েক সপ্তাহে সারাবিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশে অমিক্রন ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ২৬ নভেম্বর এটিকে 'অমিক্রন' নামে নামকরণ করে। ইতোপূর্বে আলফা, বিটা, ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট সারা বিশ্বে তাদের তান্ডব লীলা চালিয়েছে এবং এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। WHO তথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শুধুমাত্র যেসব ভ্যারিয়েন্ট মানুষের জন্য উদ্বেগজনক সেগুলোর নামকরণ করে থাকে। ইতোমধ্যে কোভিডের ১৩টি ভ্যারিয়েন্টর এর কথা জানা গেছে। তবে চার/পাঁচটি ভ্যারিয়েন্টের নাম দিয়েছে কারণ এগুলো জীবনহানি এবং দ্রুত ছড়ায় বলে মানুষের জন্য উদ্বেগজনক এবং ভীতিকর।

এদিকে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এটি পূর্ববতী ডেল্টার চেয়ে চারগুণ বেশি ছড়ায়। নভেম্বরের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আগত দুজন যাত্রীর দেহে অমিক্রন শনাক্ত হয়েছে প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। তারা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভ্রমণ করছিলো। এর ফলশ্রুতিতে অস্ট্রেলীয় সরকার দক্ষিণ আফ্রিকাসহ নয়টি দেশের যাত্রীদের গমনাগমনের উপর সতকর্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অনাগরিকদের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ায় আগমন নিষিদ্ধ করা হয়। এদিকে টিকার কার্যকরিতা নিয়ে চলছে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা। কতিপয় বিজ্ঞানী বলছেন, অমিক্রন প্রচলিত টিকাকে এড়িয়ে যেতে পারে। তবে একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, অমিক্রনে আক্রান্ত ব্যক্তি অন্য ভ্যারিয়েন্টের মতো মারাত্মক নয়, এতে সামান্য উপসর্গ দেখা দেয় এবং রোগীকে হাসপাতালের দিকে ঠেলে দেয় না। সম্প্রতি একজন অমিক্রন আক্রান্ত ব্যক্তি অস্ট্রেলিয়ার মারা গেছেন বলে জানা গেছে। তবে তার স্বাস্থ্যগত সমস্যা পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিল বলে জানা যায়। অন্যান্য ভ্যারিয়েন্ট যেমন ফুসফুসকে মারাত্মক ভাবে আক্রমণ করে এটি তেমন ভাবে করে না বলেই মানুষকে হাসপাতাল মুখি হতে হচ্ছে না। অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল স্বাস্থ্যমন্ত্রী গ্রেগ হান্ট ATAGI (Australian technical advisory group on immunization) কে টিকার বুষ্টার ডোজের ব্যাপারে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার জন্য আহবান করেছেন। ৪ মাস পরে বুষ্টার ডোজ দেয়া যাবে কি না সে ব্যাপারে প্রশ্ন রেখেছেন। ইতোপূর্বে ATAGI ৬ মাসের অপেক্ষার কথা বলেছিলো। বলাবাহুল্য, অস্ট্রেলিয়ার শতকরা আশিভাগের বেশি জনগণ ডাবল টিকা নিয়ে ফেলেছেন যেখানে নিউ সাউথ ওয়েলস অঙ্গরাজ্যে এটি প্রায় পঁচানব্বই ভাগ। ইদানিং নিউ সাউথ ওয়েলস এ নতুন রুগী দিনে প্রায় আড়াই হাজারে বাড়লেও রাজ্য সরকার কোন বিধিনিষেধ আরোপে বিশ্বাসী নয়। জনাব গ্রেগ হান্ট আরো জানান যে, অমিক্রন টিকাকে অকার্যকর করে ফেলে এমন কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, যদিও এটি তা করেও ফেলে তথাপি ঔষুধ নির্মাতা ফাইজার তাদের এমআরএনএ টিকাকে সামান্য পরিবর্তিত করে কার্যকরী করতে সক্ষম হবে এবং একশত দিনের মধ্যে সরবরাহ করতে পারবে। অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত আরেকটি ব্রান্ড মডার্নাও এ ব্যাপারে এগিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে, আফ্রিকার দেশগুলোতে টিকা প্রদানের হার অত্যন্ত নিম্ন বলে বিশ্বে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে তারা পূর্ণ ডোজ টিকা প্রদানে সমর্থ

হচ্ছে না সেখানে অস্ট্রেলিয়াসহ উন্নত দেশগুলো বুষ্টার তথা তৃতীয় ডোজের ব্যাপারে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, অস্ট্রেলিয়া সরকার সীমান্তের ব্যাপারে যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা যথাযথ। বিশ্বে মহামারিকে বেশ সফল ভাবে মোকাবিলা করেছে সরকার এর ফলে মুত্যুহার অত্যন্ত কম। এমনকি আক্রান্তের হারও তেমন বেশি নয়।

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে সম্প্রতি দুজন মহিলা ক্রিকেটারের শরীরে অমিক্রন ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে যারা সদ্য জিম্বাবুই থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাদের উভয়কে হোটেলে কোয়ারান্টইনে রাখা হয়েছে এবং তাদের স্বাস্থ ভালো আছে বলে স্বাস্থমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানিয়েছেন। তাদের পরিচয় প্রকাশ না করে তিনি বলেছেন যে, এদের একজনের বয়স ২১ বছর এবং অন্যজনের ৩০- এরাই হচ্ছে বাংলাদেশে নিশ্চিতভাবে শনাক্ত প্রথম রোগী। তবে এদের সাথে অন্যান্য যারা ছিলো তাদের দেহে কোভিড পাওয়া যায়নি।

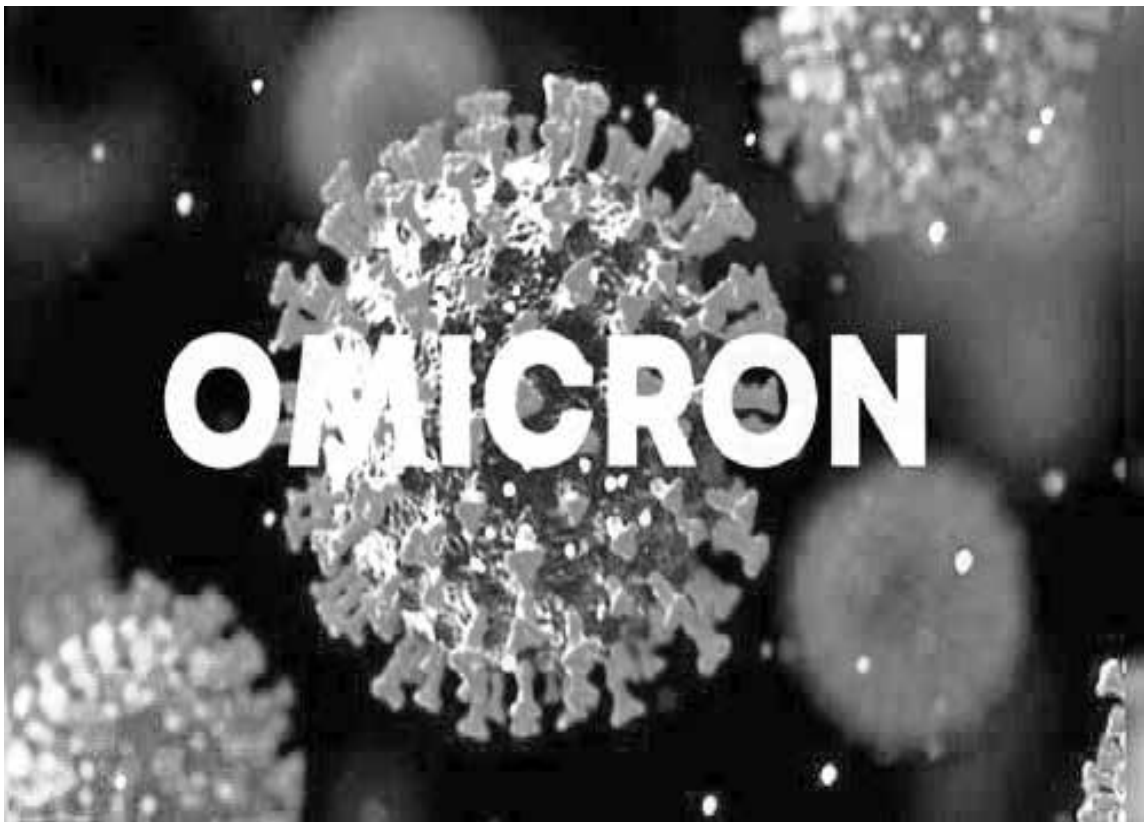

উপসংহার

মহামারি সার্থকভাবে মোকাবিলা করতে হলে সমগ্র বৈশ্বিক সম্প্রদায়কে নিয়ে উন্নত দেশগুলোকে ভাবতে হবে এবং পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হবে যাতে হু (WHO) একটি কার্যকরি ও ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে পারে। নতুন ইংরেজি বছর ২০২২ সাল আমাদের দ্বারপ্রান্তে। এ নতুন বছর আমাদের মাঝে আশাবাদীতার আলো জ্বালিয়ে নতুন যে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে সাহস যোগাবে সেগুলো হচ্ছে :
(১) বিশাল অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম
(২) মহামারি- পরবর্তী ধাপের চ্যালেঞ্জ
(৩) নির্বাচনের ডামাডোল
(৪) বিশ্বকাপ আয়োজন ইত্যাদি

বিশ্ব আবার পূর্বের ছন্দের গতিতে ফিরে আসুক এটাই সবার প্রত্যাশা।

সুপ্রভাত সিডনি কমিউনিটির একমাত্র পত্রিকা
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
আমাদের প্রতিটি মুদ্রিত সংখ্যা সংরক্ষিত হয় অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় গ্রন্থাগারের সংরক্ষনাগারে
- অস্ট্রেলিয়ায় আন্তর্জাতিক সিরিয়াল নম্বর সম্বলিত একমাত্র বাংলাদেশী পত্রিকা
- আমাদের ওয়েবসাইটে প্রতিদিনের পাঠকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি
- অস্ট্রেলিয়ায় আমরাই কপি ও পেস্ট বিহীন একমাত্র বাংলা পত্রিকা
- অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী পত্রিকার ভিতর আমাদের ফেস বুকের ফলোয়ার সবচেয়ে বেশি
- আমরাই একমাত্র অনুসন্ধানী রিপোর্ট ছেপে আসছি শুরু থেকে
- আরো অনেক কারনে সুপ্রভাত সিডনি পাঠকের প্রথম পছন্দ।
আমাদের সাথে থেকে অনুপ্রানিত করার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ
VISIT US: WWW.SUPROVATSYDNEY.COM.AU
E-MAIL: SUPROVAT.CEO@GMAIL.COM, MOB: 0423 031 546

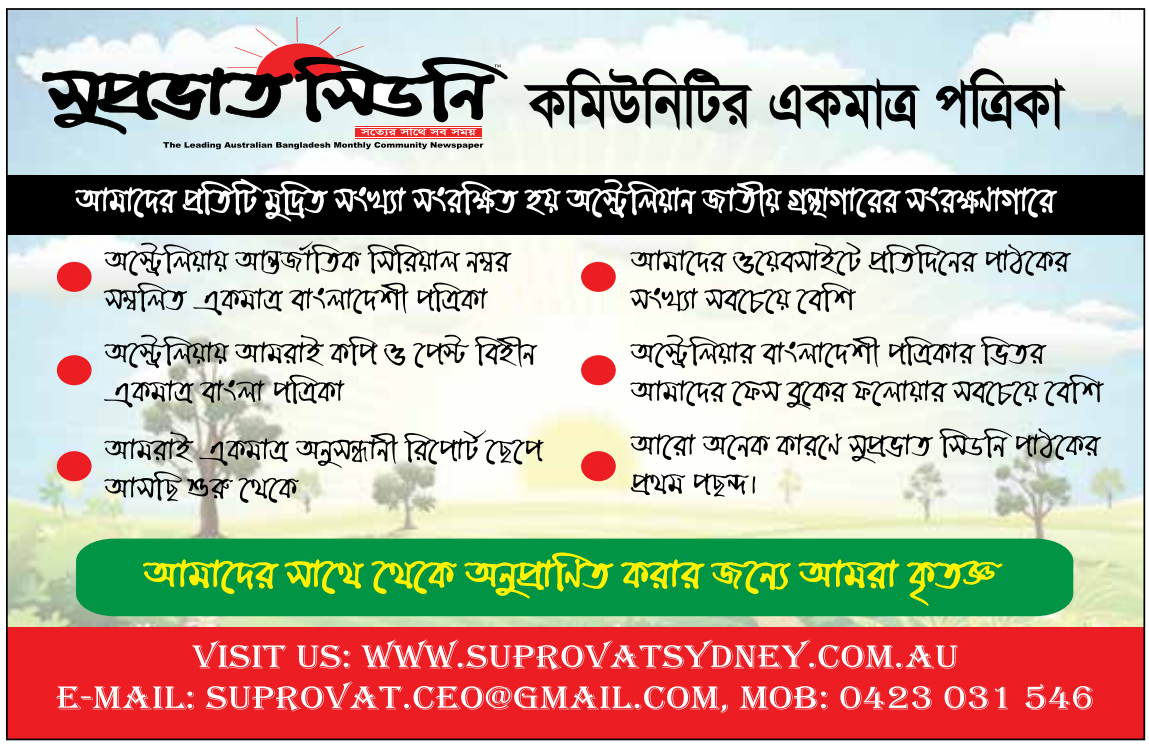

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে আমেরিকার অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনকারী জঘন্য অপরাধীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ

বাংলাদেশের র‍্যাব বাহিনী এবং ছয় র‍্যাব কর্মকর্তার অন্তর্ভূক্তি

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় বা ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারির পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এই বিবৃতির মাধ্যমে আমেরিকান সরকারের পক্ষ থেকে চারটি দেশ তথা চীন, বাংলাদেশ, নর্থ কোরিয়া এবং মায়ানমারের নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু সংস্থা এবং ব্যাক্তিকে মানবাধিকার লংঘনকারী জঘন্য অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করে তাদের উপর গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি এক্টের আওতায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দেয়া হয়।

এই বিবৃতিতে বাংলাদেশের র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ান বা র‍্যাব বাহিনীকে মানবাধিকার লংঘনকারী বাহিনী এবং বাহিনীর ছয়জন প্রাক্তণ ও বর্তমান অফিসারকে নাম উল্লেখপূর্বক এই অপরাধসমুহের হোতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মূল বিবৃতিটি ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে এই লিংকে: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0526

এ মূল বিবৃতির পাশাপাশি একইদিনে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এন্টনি ব্লিনকিন একই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র বিবৃতি প্রকাশ করেন যেখানে বিভিন্ন দেশের কয়েকজন চিহ্নিত এবং কুখ্যাত খুনী ও মানবাধিকার লংঘনকারী অপরাধীকে নাম ধরে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে অপরাধী হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এই কুখ্যাত ও ঘৃণ্য ব্যাক্তিরা হলো উগান্ডার মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স প্রধান এবেল কান্দিহো, সিংঝিয়াং প্রদেশে চীনের কর্মকর্তা শোহরাত জাকির, এরকেন টুনিয়ায, হু লিয়ানহি এবং চেন মিংগু, বেলারুশের জেল কর্মকর্তা ইহার কেনুখ, ইয়াওহেনি শাপেটস্কা, বাংলাদেশের র‍্যাবের প্রাক্তন প্রধান বেনজির আহমেদ ও প্রাক্তন অফিসার ল্যাফটেনেন্ট কর্নেল মিফতাহ উদ্দিন আহমেদ, শ্রীলংকান ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা চন্দনা হেতিয়ারাচি এবং সুনিল রতনায়েক এবং মেক্সিকোর রাজনীতিবিদ মারিও প্লুতার্কো মারিন টোরেস। আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতিটিও তাদের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে এই লিংকে প্রকাশ করা হয়েছে: https://www.state.gov/the-united-states-promotes-accountability-for-human-rights-violations-and-abuses/ পুরো পৃথিবীর সামনে বাংলাদেশের জন্য কলংকজনক এই অধ্যায়ের ঘটনায় ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের বিবৃতিটির বাংলাদেশ সংক্রান্ত অংশের অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করা হলো।

"বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘনের ভয়াবহ ঘটনা: র‍্যাপিড একশন ব্যাটেলিয়ান বাংলাদেশের র‍্যাপিড একশন ব্যাটেলিয়ান বা র‍্যাবের নামে ভয়াবহভাবে মানবাধিকার লংঘনের বিপুল পরিমাণ অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে যা করেছে, এতে করে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তাজনিত স্বার্থ হুমকির মুখে পড়েছে, কারণ এতে করে আইনের শাসন বিঘ্নিত হয়েছে, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা লংঘিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের জনগণের আর্থিক সমৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

র‍্যাব বাহিনীকে একটি যৌথবাহিনী হিসেবে ২০০৪ সালে গঠন করা হয় যেখানে পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী থেকে নিয়োগ দেয়া হয়। র‍্যাবের কাজ হলো আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখা, অপরাধমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা এবং সরকার প্রদত্ত তদন্ত করা। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার অভিযোগ অনুযায়ী র‍্যাব এবং বাংলাদেশের অন্যান্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ২০০৯ সাল থেকে ছয়শ'রও বেশি গুম, ২০১৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায়

ছয়শ বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড এবং নানা নির্যাতনের ঘটনার জন্য দায়ী। কিছু প্রতিবেদন অনুযায়ী এইসব অপরাধের লক্ষ্য হলো বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীরা, সাংবাদিকরা এবং মানবাধিকার কর্মীরা।

সুতরাং ই.ও.১৩৮১৮ অনুযায়ী র‍্যাবকে একটি চিহ্নিত অপরাধী সংগঠন হিসেবে সাব্যস্ত করা হলো যা একটি বিদেশী শক্তি হিসেবে সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে ভয়াবহ মানবাধিকার লংঘনের সাথে জড়িত। এছাড়াও নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদেরকে ই.ও.১৩৮১৮ অনুযায়ী বিদেশী ব্যক্তিবর্গ হিসেবে, যারা বর্তমানে অথবা পূর্বে র‍্যাবের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে কাজ করছে অথবা করেছে, তাদের কর্মকালীন সময়ে ভয়াবহ মানবাধিকার লংঘনের দায়ে চিহ্নিত অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা হলো।

চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন: ১৫ এপ্রিল ২০২০ থেকে বর্তমানে র‍্যাবের ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে কর্মরত।

বেনজির আহমেদ: জানুয়ায়ী ২০১৫ থেকে ১৪ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত র‍্যাবের ডাইরেক্টর জেনারেল।

খান মোহাম্মদ আজাদ: ১৬ মার্চ ২০২১ থেকে বর্তমানে র‍্যাবের এডিশনাল ডাইরেক্টর জেনারেল অফ অপারেশন্স।

তোফায়েল মোস্তফা সরওয়ার: ২৭ জুন ২০১৯ থেকে ১৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত র‍্যাবের এডিশনাল ডাইরেক্টর জেনারেল অফ অপারেশন্স।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে ২৭ জুন ২০১৯ পর্যন্ত র‍্যাবের এডিশনাল ডাইরেক্টর জেনারেল অফ অপারেশন্স।

মোহাম্মদ আনোয়ার লতিফ খান: ২৮ এপ্রিল ২০১৬ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত র‍্যাবের এডিশনাল ডাইরেক্টর জেনারেল অফ অপারেশন্স।

আজ একই সাথে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এফওয়াই ২০২১ ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট, ফরেন অপারেশন্স এন্ড রিলেটেড প্রোগ্রামস এপ্রোপ্রিয়েশন এক্টের সেকশন ৭০৩১ (সি) এর অধীনে ভয়াবহ মানবাধিকার লংঘনে জড়িত থাকার অপরাধে বেনজির আহমেদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং তাকে ইউনাইটেড স্টেটে প্রবেশের অযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আমেরিকান অর্থ মন্ত্রণালয়ের এই দীর্ঘ বিবৃতির বাংলাদেশ সংক্রান্ত অংশটির অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হলো। বিবৃতিতে এছাড়াও চীন, নর্থ কোরিয়া এবং মায়ানমার নিয়েও বিস্তারিত তথ্যের উল্লেখ রয়েছে। বিবৃতিটির শেষাংশে গিয়ে গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি এক্ট সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি এক্ট হলো এমন একটি আ্ইন যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার লংঘনকারী ব্যাক্তিদেরকে শাস্তির আওতায় আনা হয় এবং তাদের উপার্জিত ও পাচার করা অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশগুলো বিগত কয়েক বছর যাবত গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি এক্ট বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। বিবৃতির একদম শেষে গিয়ে গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি এক্টের আওতায় যাদেরকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের একটি তালিকা আলাদা লিংকে সরবরাহ করা হয়েছে: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211210

বিস্তারিত এই তালিকায় বাংলাদেশ থেকে নিম্নোক্ত ব্যাক্তিবর্গের নাম ও বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে:

বেনজির আহমেদ: AHMED, Benazir, Bangladesh; DOB 01 Oct 1963; POB Gopalganj, Bangladesh; nationality Bangladesh; Gender Male; Passport B00002095 (Bangladesh) issued 04 Mar 2020 expires 03 Mar 2030; National ID No. 5051953882 (Bangladesh) (individual) [GLOMAG] (Linked To: RAPID ACTION BATTALION).

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম: ALAM, Mohammad Jahangir, Bangladesh; DOB 19 Oct 1973; POB Dinajpur, Bangladesh; nationality Bangladesh; Gender Male; Passport BG0011847 (Bangladesh) issued 25 Aug 2019 expires 24 Aug 2024 (individual) [GLOMAG] (Linked To: RAPID ACTION BATTALION).

চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন: AL-MAMUN, Chowdhury Abdullah (a.k.a. ABDULLAH AL MAMUN, Chowdhury), Bangladesh; DOB 12 Jan 1964; POB Sunamganj, Bangladesh; nationality Bangladesh; Gender Male; National ID No. 8224061617 (Bangladesh) (individual) [GLOMAG] (Linked To: RAPID ACTION BATTALION).

খান মোহাম্মদ আজাদ: AZAD, Khan Mohammad (a.k.a. "AZAD, K M"), Bangladesh; DOB 15 Oct 1974; POB Barisal, Bangladesh; nationality Bangladesh; Gender Male; National ID No. 2650898262191 (Bangladesh) (individual) [GLOMAG] (Linked To: RAPID ACTION BATTALION).

মোহাম্মদ আনোয়ার লতিফ খান: KHAN, Mohammad Anwar Latif (a.k.a. KHAN, Anwar Latif), Bangladesh; DOB 01 Dec 1971; POB Bogra, Bangladesh; nationality Bangladesh; Gender Male; National ID No. 1590698127721 (Bangladesh) (individual) [GLOMAG] (Linked To: RAPID ACTION BATTALION).

তোফায়েল মোস্তফা সরওয়ার: SORWAR, Tofayel Mustafa (a.k.a. SAROWAR, Tofael Mostafa; a.k.a. SARWAR, Tofail Mostafa), Bangladesh; DOB 07 Dec 1973; POB Sunamganj, Bangladesh; nationality Bangladesh; Gender Male; National ID No. 19739116242567589 (Bangladesh) (individual) [GLOMAG] (Linked To: RAPID ACTION BATTALION).

বাংলাদেশে গুম-খুন সহ নানা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় চিহ্নিত অপরাধী হিসেবে এই ছয় কুখ্যাত খুনীর তালিকার পাশাপাশি সংস্থা হিসেবে র‍্যাবের নামও এই তালিকায় এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব): RAPID ACTION BATTALION (a.k.a. RAB FORCES), RAB Forces Headquarters, Cargo Admin Building, Shahjalal International Airport, Kurmitola, Dhaka 1229, Bangladesh; Organization Established Date 26 Mar 2004; Target Type Government Entity [GLOMAG].

ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের নিষেধাজ্ঞায় ছয় বেনজির সহ ছয় র‍্যাব অফিসারের নাম এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিষেধাজ্ঞায় বেনজির ও মিফতাহের নাম তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। এ দুই বিবৃতি মিলে বাংলাদেশের সর্বমোট সাতজন পুলিশ ও সামরিক বাহিনী অফিসার আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত অপরাধীর তালিকাভূক্ত হিসেবে চিহ্নিত হলো।

নর্থ কোরিয়া, চায়না ও মায়ানমারের পাশাপাশি বাংলাদেশের নাম এভাবে কুখ্যাত মানবাধিকার লংঘনকারী দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে উল্লেখিত হওয়ার ঘটনা প্রতিটি সচেতন বাংলাদেশীকে ব্যাথিত করলেও দীর্ঘদিনের একতরফা ফ্যাসিবাদের উল্লম্ফনের পর শেষপর্যন্ত এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি যুগপৎভাবে সবাইকে আশাবাদী করেছে। এই নিষেধাজ্ঞার ঘটনা ইঙ্গিত করে যে বাংলাদেশে যারা তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে মানবতাবিরোধী ও গণতন্ত্রবিরোধী ফ্যাসিবাদী চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে, একদিন না একদিন তাদেরকে অবশ্যই তাদের সকল অপরাধের জন্য উপযুক্ত শাস্তির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, January-2022
Year-14

Australia's story as a racing destination really is incredible. When professional car racing first began, Australia was a nation with a small population, accessible from the northern hemisphere only via a long and arduous journey. It also lacked the local presence of manufacturers like Ferrari and Mercedes who helped quickly establish a rich racing tradition in Europe. Despite this, Australia was able to build race tracks that Aussies and citizens of the world alike adored visiting to watch top-notch car racing.

As a result, we have an abundance of iconic race tracks across the Great Southern Land today. They're used by a great variety of gearheads, from the world's elite car racing professionals all the way to weekend warriors keen to give their ride a whirl on track day. If there's one challenge of having so many fantastic race tracks in this country, it's that it can be hard to remember them all. Here's a list of 5 of the most famous race tracks Down Under.

1. Phillip Island

The Phillip Island Circuit is located around 2 hours outside of Melbourne and has a racing heritage tracing all the way back to the 1920s. The current track has been in use since 1956, although it's undergone minor changes over the years.

For over 60 years now, it's been recognised as an amazing free-flowing circuit with the stunning backdrop of Port Phillip Bay surrounding it. This famous track has played host to Aussie motorcycle riders like Mick Doohan and Casey Stoner and is today a permanent fixture each year in the MotoGP calendar.

2. The Adelaide Street Circuit

From 1985 to 1995, the Adelaide Street Circuit hosted the Australian F1 Grand Prix. This famous track saw racing icons like Alain Prost, Aryton Senna, and Michael Schumacher score podiums on their journey to winning the F1 World Driver's Championship. As it was regularly the last race of the season, this track often had high stakes drama as competitors looked to win the last points of the season, and therefore always had a great party atmosphere once the race was finished.

Although Melbourne has since created a famous race track in its own right with Albert Park (more on that to follow), it's a tribute to Adelaide that many racing purists ultimately regard this circuit as the better of the two. Although F1 cars no longer roar around this track, its V8 Supercars event has become one of the most hotly anticipated of the series. This is certainly a legendary race track that continues to deliver new memories each and every year.

3. Albert Park

Adelaide's loss of the Australian Grand Prix was Melbourne's gain, held since 1996 at the Albert Park circuit. Located in the seaside suburb of St Kilda just outside the Melbourne CBD, this track provides fantastic racing yearly with a stunning backdrop of a beloved Aussie beach. Albert Park is also particularly special given the ease with which anyone can take a lap of the circuit in their own car, which is not something race fans can always do at other tracks.

It's possible to drive around the circuit's many turns any day of the week. Even a seasoned gearhead will struggle to not to grin widely when they drive down the home straight past where the pit crew and finish line is. That said, local authorities are aware that many motorists may be tempted to imitate a pro driver for a few moments, so there are speed cameras around the track to help ensure that all non-F1 drivers drive it at a safe speed.

4. Sandown Raceway

Sandown Raceway is a track that, along with Phillip Island and Albert Park, enhances Victoria's claim to possessing the greatest collection of famous race tracks in Australia. Until Albert Park arrived on the scene, Sandown was regarded by many as Victoria's premier circuit — and to some still is!

It's where brilliant Aussie racers like Jack Brabham, Alan Jones, and other heroes of auto racing have shown off their skills to a home audience. The circuit still finds regular use today, most notably among drag racing enthusiasts.

5. Bathurst

Formula One and MotoGP tracks in Australia are rightfully famous. Events in these categories are truly global events, and home-grown Aussie drivers have made a name for themselves competing with the very best in these races. But Bathurst — AKA Mount Panorama — is perhaps the most famous track of all among Australians, and is also recognised around the globe as uniquely Australian.

The New South Wales circuit plays host each year to the V8 Supercar race, where legendary battles between Ford and Holden have played out. It's also where brilliant racers like Peter Brock and Craig Lowndes have cemented their status as giants. Being located in rural Australia also adds an extra special touch. Just as Australia is the land of sun, sea, and sand, we also have a fantastic tradition of taking hard, hot, and dusty roads — and Bathurst is the very best of them.

Taking a Harder Road

Australia does not have a Hockenheim or Monza in its collection of famous race tracks, but it's arguably got something even better. All Aussie gearheads certainly have immense respect for those wonderful tracks outside our borders, but it's not surprising that such outstanding circuits would pop up with Silver Arrows or Prancing Horse factories essentially just down the road.

These Australian tracks are so special because in many ways, their successful creation was unexpected and unlikely. That's why Aussies and foreign racing fans alike can celebrate these 5 circuits, for the stories behind their creation, what they've brought to racing throughout their histories, and what more they'll contribute to racing in years ahead. They showcase today's stars and are helping forge the stars of tomorrow — and all do so with a distinctive Aussie identity.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

Fishing News

Portland Fishing:

HOOKED on Portland will return in 2022 on January 22-23 to celebrate the coastal centre as a fishing and tourism hotspot.

The free festival, hosted in partnership with the Glenelg Shire will feature entertainment and activities for all ages.
Stretching along the Portland foreshore the festival begins at 10am Saturday 22 January 2022 and continues through to 5pm Sunday 23 2022.

Saturday 22 January, 10am
Jam packed with festival activities:

- Fishing and casting clinics hosted by the Australian Fishing Academy.
- Fishing competition with cash prizes up for grabs
- Pop up Seafood & Wine showcaseMasterclasses with recreational fishing identity Lee Rayner
- Masterclasses with TV chef Paul West
- Over 6 hours of live entertainment headlined by The Pierce Brothers and indigenous artist Benny Walker
- Giveaways
- Children's amusements and activities
- Local market stalls to explore
- Food trucks
- Skate Park Leagues Australia returns in 2022 with spectacular scooter and skate demo's, workshops and competition for all ages.
- The daytime activities lead's in to a music showcase on the iconic Hooked on stage up on the Bentinck Street lawns – headline act: The Pierce Brothers.

Sunday 23 January, 10am - 5pm
The music continues on the main stage with a Sunday Sesh showcasing our favourite locals. Enjoy the family fun with children's amusements and BBQ to bring in your long weekend.

The final day of the fishing competition will close out with industry panel talks with recreational fishing experts in the Yacht Club followed by presentations of the fishing competition.

The Mewlbourne government has released its Victorian Fishing Tourism

The strategy was an election commitment and is part of the government's $35 million Go Fishing Victoria plan, aiming to position Victoria as Australia's premier recreational fishing destination.
Ten locations identified in the strategy – as well as the fish species to target at each of them – includes West Coast "blue barrels", Lake Eildon "cod mecca", Gippsland Lakes and Mallacoota, Sunset Country, Central Highlands trail, Burnanga Trail, Aussie bass Trail, High Country, South West Trophy Lakes and the Grampians, and Port Phillip Bay.
The strategy will implement 53 recommendations over the next five years and provide a vision, goals, and priority areas for further developing fishing as a pivotal contributor to Victoria's visitor economy.
Freshwater favorites such as Murray cod, golden perch and trout are recognised in the strategy alongside popular saltwater targets, including southern bluefin tuna, snapper, and kingfish.
The Victorian Fisheries Authority is leading the strategy's implementation in partnership with regional tourism bodies and shires.

Sydney FADs season underway

THE NSW DPI fish aggregating devices (FADs) team has been busy installing FADs at 34 locations from Tweed Heads to Eden in readiness for the upcoming summer fishing season.
FADs are GPS-tracked floating buoys anchored to the ocean floor to attract fast growing pelagic fish species such as mahi mahi. NSW DPI says, the East Australian Current is now pushing tongues of warm blue water down the coastline, which are expected to bring schools of mahi-mahi with them. The FADs will remain in the water until early winter before being removed for annual maintenance.
Recreational fishers are encouraged to check the latest marine weather forecast before heading offshore and can keep up to date on FAD locations and deployments on the FishSmart app or via the NSW DPI website.

Kids R Us Family Day Care

We seriously care about our children!

Kids R Us Family Day Care
is a home based childcare service.
We have highly trained & experienced
educators who are able to fulfill
your expectations and needs about your child.

We offer various childcare service including:

* Full-time, part-time or casual care
* Emergency care
* Before/after care for 5-12 years old
* Overnight and shift work
* School holiday care

We provide above standard childcare services with:

- Government fee relief
- Clean, healthy & homely environment
- Full of educated and fun activities
- A safe & natural environment for every child to learn & play

For more enquiries call us or our educator in your area.
M: 0414 492 655
Suite 1, 38 Railway Pde,
Lakemba - 2193

Educator contact No.:
0499 999 999

We are also recruiting educators who are interested in making a career in the childcare industry.

ABN: 70 633 700 713; CFN: 25356.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

দেশমাতার মুক্তির দাবিতে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বরাবর স্মারক লিপি প্রদান

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপির চেয়ারপার্সন দেশমাতা, বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং সুচিকিৎসার দাবিতে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর মারিস পেইনের (Senator the Hon Marise Payne) বরাবর স্মারক লিপি প্রদান করেছেন অস্ট্রেলিয়ার বিএনপি ও অস্ট্রেলিয়ার স্বাধীনতা সূবর্ণজয়ন্তী কমিটির নেতৃবৃন্দ।

২ ডিসেম্বর ২০২১ শনিবার বিএনপি অস্ট্রেলিয়া ও স্বাধীনতা সূবর্ণজয়ন্তী কমিটির যৌথ উদ্দেগে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য অস্ট্রেলিয়া সরকারের সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপ কামনা করে দুটি আলাদা স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান সিনেটর বরাবর।

স্মারক লিপিতে উল্লেখ করা হয়: ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সাজানো মামলায় ফরমায়েসী রায়ের মাধ্যমে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কারাবন্দি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি অত্যান্ত অসুস্থ। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার জন্য অবিলম্বে বিদেশ পাঠানোর সকল সহযোগিতা অস্ট্রেলিয়া সরকারের নিকট প্রবাসী হিসাবে আমরা দাবি জানাচ্ছি ।

ক্যানাডা প্রবাসী এক বর্বরের হাতে প্রাণ হারালো ইলমা চৌধুরী

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের ২০১৫-২০২১৬ সেশনের শিক্ষার্থী ইলমা চৌধুরী মেঘলাকে হত্যার অভিযোগে তার স্বামী কানাডা প্রবাসী ব্যবসায়ী ইফতেখারকে আটক করা হয়েছে। ইলমা সুফিয়া কামাল হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন। মেঘলার বাবার নাম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী। তাদের গ্রামের বাড়ি ঢাকার ধামরাইয়ে। ১৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লাশ উদ্ধারের পর তার স্বামী ইফতেখারকে আটকের কথা জানিয়েছেন বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আজম মিয়া।

মেঘলার স্বজনদের অভিযোগ, তাকে নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে। তার হাত ও পায়ে জখমের বেশ কিছু দাগ দেখতে পেয়েছেন তারা। ওসি নূরে আজমও নিহতের শরীরে 'প্রচুর' আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা জানিয়েছেন।কীভাবে মৃত্যু হল জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমরা ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ পাঠিয়েছি। প্রতিবেদন পেলে বলা যাবে।'

লাশ উদ্ধারকারী কর্মকর্তা বনানী থানার উপপরিদর্শক সালাউদ্দীন মোল্যা জানান, পুলিশ সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠিয়েছে।

নিহতের খালু মো. ইকবাল বলেন, ৫-৬ মাস আগে কানাডা প্রবাসী ইফতেখারের সঙ্গে মেঘলার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই বনানীতে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। তবে তার স্বামী কানাডাতেই ছিলেন।

তিন থেকে চার দিন আগে ইফতেখার দেশে ফেরেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, মঙ্গলবার বিকাল ৪টার দিকে মেঘলার মাকে ফোন করে তার শাশুড়ি জানান, মেঘলা অসুস্থ। তাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। তার মাকেও হাসপাতালে আসতে বলেন শাশুড়ি।

"খবর পেয়ে মেঘলার মা ও আমরা কয়েক স্বজন হাসপাতালে এসে শুনি তার মৃত্যু হয়েছে। আমি নিজে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন, হাসপাতালে আনার অনেক আগেই মেঘলার মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি ধারণা করেন।' পরে স্বজনরা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ হাসপাতাল থেকে লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায় বলে ইকবাল জানান

পরিবারের নারী সদস্যরা মেঘলার লাশ দেখেছেন জানিয়ে তার দাবি, "হাত ও পাসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। বিষয়টি পুলিশকেও দেখানো হয়েছে।" সুফিয়া কামাল হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক শামিমা বানু বলেন, 'ঘটনাটা আমি শুনেছি। এই শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন হলে ছিল না। এর বেশি কিছু জানা নেই আমার। আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এ গোলাম রাব্বানী বলেন, 'ঘটনাটা আমি শুনেছি। বিভাগের চেয়ারম্যান এবং তাদের সহপাঠীরা এখন ইউনাইটেড হাসপাতালে আছেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বলা হয়েছে ঘটনার বিস্তারিত খুঁজে বের করার জন্য।' এ হত্যার তিব্র নিন্দা জানিয়ে কঠিন শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

সিডনিতে বাংলাদেশী ছেলেকে কুকুরের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ৫ই ডিসেম্বর ২০২১ রবিবার হোমবুশ ওয়েস্টের হ্যাম্পস্টেড আরডি-তে একটি খেলার মাঠে কুকুরের আক্রমণে বাংলাদেশী ১৩ বছরের একটি ছেলে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।

ছোট ছোট অনেক ছেলে মেয়েরা খেলায় ছিলো ব্যস্ত, হটাৎ দুটি কুকুর পিছন দিক থেকে এসে ছেলেটির উপর ঝাঁপিয়ে পরে। অতর্কিত দুটি কুকুরের কামড়ে অসহায় ছেলেটি রক্তাক্ত হয়ে যায়।

আতঙ্কিত মানুষজন এ ধরনের আক্রমণে হিতাহিত করণীয় ভুলে যায়। অবশেষে বিকেল ৩;২০ মি: অবার্ন পুলিশ ও প্যারামেডিক ঘটনাস্থলে হাজির হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ওয়েস্টমিড চিলড্রেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কুকুর দুটিকে রেঞ্জার জব্দ করে নিয়ে যায়। কুকুরের মালিককে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ছেলেটির বাবা জানান -"কোমর থেকে নিচের দিকে অর্থাৎ পায়ের দিকে বেশি কামড়িয়েছে। শরীরের পায়ের অংশ ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে। আজ ৮ই ডিসেম্বর ২০২১ তার তৃতীয় অপারেশন হয়েছে। ছেলেটির বাবা (ল্যাকেম্বা লেবার পার্টির নেতা) সকলের কাছে ছেলের জন্য তিনি দোয়া চেয়েছেন।

কলাম

কায়সার আহমেদ
সাংবাদিক ও কলামিস্ট

সুপ্রভাত সিডনি
Suprovat Sydney

বিজয় একাত্তর

১৬ই ডিসেম্বর ২০২১ : যুদ্ধ করেছি বিজয় এনেছি, ছোট্ট একটি চার শব্দের কথা। আসলে কি সহজ ছিলো? ৩০ লক্ষ শহীদ আর ৩ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বলতে পারছি। আমি বই পড়তে ভালোবাসি। প্রথমত: মুক্তিযুদ্ধ ও এর রাজনৈতিক ইতিহাস মূলক দ্বিতীয়ত: ইতিহাস। প্রবাসে আমার বাড়িতেই গড়ে তুলেছি আমাদের ছোট্ট পারিবারিক গ্রন্থাগার। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন ও ইতিহাস নিয়ে বেশ অনেক বই সংগ্রহে আছে এবং পড়েছি। সম্মুখ সমর নিয়ে স্বয়ং যোদ্ধাদের লেখা চারটি বই আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কাদের সিদ্দিকীর "স্বাধীনতা'৭১", মাহবুব আলম এর "গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে" এবং গোলাম মুস্তাফা'র "ফেনী-বিলোনিয়া রণাঙ্গনের এক প্রান্তর" ও "যুদ্ধ করেছি বিজয় এনেছি"। বইগুলো পড়লে মনে হবে নিজেই যুদ্ধ ময়দানে উপস্থিত আছি। সহযোদ্ধা বন্ধুবর মুস্তাফার সাথে আমার একটা বিষয়ে খুউব মিল যে ১৯৭২ পূর্ববর্তী কোন বিষয় নিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্ক তুলে কোন অকুতোভয় দেশপ্রেমী নেতা, জেনারেল বা মুক্তিযোদ্ধাদের তৎকালিন সিদ্ধান্ত নিয়ে মাঠে ময়দানে বা গোল টেবিলে বসে স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাসকে বিতর্ক করে তোলা মোটেই পছন্দ নয়। ঐ সময়ের সকল সিদ্ধান্ত বা কর্মকান্ড ছিলো সঠিক এবং তৎকালিন পরিস্থিতি বিবেচনাতেই করা হয়েছে। মাঠের বাহিরে থেকে ছক্কা মারার কথা সবাই বলতে পারে।

১৯৭১ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ফেনী জেলার এই একুশ বছরের যুবক অকুতোভয় যোদ্ধা দেশ মাতৃকার ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন, তিনিই ১৯৭১ এর একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা ।"ফেনী-বিলোনিয়া রণাঙ্গনের এক প্রান্তর" ও "যুদ্ধ করেছি বিজয় এনেছি" নামে দু'টি বই লিখেছেন। জীবনের এই শেষ প্রান্তে এসে তিনি উজার করে দিয়েছেন তার সকল স্মৃতি ক্ষোভ অর্জন। বই দুটিতেই তিনি যেমন তুলে ধরেছেন যুদ্ধ ময়দানের কথা ঠিক তেমন ভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে অজানা সব গবেষণামূলক তথ্য। ছাপার অক্ষরে অত্যন্ত নিখুত ও সাবলীল ভাষায় শুধু যুদ্ধ ময়দানের অভিজ্ঞতাই নয় সাথে সাথে তুলে ধরেছেন শুরু থেকে ভারতের পালাটানা ট্রেনিং ক্যাম্পের প্রশিক্ষন ও খাবার-দাবার সহ কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা এবং বিভিন্ন তথ্য।

বর্তমান জীবনে তিনি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত সিআইপি ব্যবসায়ী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন সৎ, কর্মনিষ্ঠ ও সমাজসেবী লোক। তিনি কোন বিতর্কিত রাজনীতিতে নিজেকে জড়াননি। এক সময় তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন যখন কাদের সিদ্দিকী সেক্টর কমান্ডার জিয়াকে খুনি বলতেন, ঠিক তেমনই মেনে নিতে পারেননা আজ যখন কাদের সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দুর্ণীতিবাজ বলেন আইয়ুব খানের দেয়া মিথ্যে তথমার সূত্র দিয়ে । দু:সাহসই বটে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ২ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ ও বিলোনিয়া সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম এর নেতৃত্বে, মুস্তাফা ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের স্টাফ অফিসার টু দি সিও ছিলেন।

২৭শে অক্টোবর থেকে ১০ই নভেম্বর ফেনী-বিলোনিয়া ফ্রন্টে যে যুদ্ধ ছিল মুক্তিবাহিনীর সফল যুদ্ধ। রণ-কৌশল বিশ্বব্যপী স্বীকৃত। বিলোনিয়া এলাকাটি রণকৌশলগত দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত ছিল এবং মুক্তিবাহিনী কর্তৃক রেইড, অ্যামবুশ এবং হয়রনিমূলক ফায়ার সংঘটিত হওয়ায় পাকিস্তান বাহিনী এই এলাকায় অতিমাত্রায় সতর্ক ছিল ও সমগ্র সীমানা বরাবর তাদের সৈন্য মোতায়েন করেছিল। "ফেনী-বিলোনিয়া রণাঙ্গনের এক প্রান্তর" বইটিতে তিনি পূর্ণাঙ্গ বিবরন দিয়েছেন। তার থেকে কিছুটা অংশ তুলে ধরা হলো:

"যুদ্ধ যখন কিছুটা বিরতির পর্যায়ে তখন ৮ নভেম্বর বিকালের দিকে হঠাৎ চারটি পাকিস্তানি যুদ্ধ বিমান এফ-৮৬ স্যাবর জেট পালাক্রমে নিচে নেমে এসে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর স্ট্রাফিং ও রকেট নিক্ষেপ শুরু করে। আমরা নিজস্ব ক্ষুদ্ররাস্তা দিয়ে জেটগুলোর উপর পাল্টা গুলি চালাতে থাকি। তাছাড়া সুবেদার মোমিন সাহসিকতার সাথে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানি কর্তৃক স্থাপিত একটি চাইনীজ ভারী মেশিনগান দিয়ে জেটগুলোর উপর পাল্টা গুলি চালাচ্ছিলেন এবং জেটের গোলানিক্ষেপে তিনি শহীদ হন। জেটগুলো ফিরে গেলে সারা রাত ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে গুলিমিনিময় হতে থাকে এবং ৯ নভেম্বরও পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকে। বিকালের দিকে তিনটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান মুক্তিবাহিনীর অবস্থানে পুনরায় আক্রমন চালায় এবং প্রায় অর্ধঘন্টা যাবৎ স্ট্রাফিং করে। কিন্তু এতৎসত্বেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দৃঢ়চিত্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে সরাতে ব্যর্থ হয়। কয়েকবার বিমান আক্রমনের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা বুহ্য ভেদ করে উত্তরে আটকেপড়া তাদের নিজস্ব বাহিনীকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে বিফল হয়।

শালধর বাজার সীমান্তচৌকি ধনিকুন্ডার দক্ষিণে মুহুরী নদীর পশ্চিমপাড়ে অবস্থিত ছিল যেখানে পাকবাহিনী শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলেছিল। ধনিকুন্ডা প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের আলফা কোম্পানিকে একটি জঙ্গি টহল পাঠিয়ে শালধর বাজার বিওপিতে অবস্থানরত পাকসেনাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই টহলদল সরাসরি শত্রুর ফাঁদে পড়ে যায়। টহলদলটির উপ-অধিনায়ক নায়েক তৌহিদ উল্লাহ শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তার এলএমজি দিয়ে শত্রুর উপর গুলিবর্ষণ করে কিছু শত্রুসৈন্য হতাহত করেন, ফলে শত্রুর পুরো অ্যামবুশ দলটি বিশৃংখল অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করলেও শত্রুর পাল্টা গোলাগুলিতে নায়েক তৌহিদের শরীরে পাঁচটি গুলি লাগে এবং তিনি গুরুতর আহত হন। অপরদিকে টহলদল অধিনায়ক নায়েক আজিজ ঘটনাস্থালেই শহীদ হন এবং টহলদলটির অন্য তিনজন গুরুতর আহত হয়। মধ্যরাতে এই সংবাদ পাবার সাথে সাথে লে. ইমাম-উজ-জামান তার প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে অধিকাংশ সৈন্য তুলে নিয়ে ঘটনাস্থলে গমন করেন এবং শালধর বাজারের দিকে অগ্রসর হন।

টহলদলকে উদ্ধার এবং হতাহত সৈনিকদেরকে স্থানিত করার পর তিনি নিজস্ব মর্টারের ছত্রছায়ায় শালধর বাজার বিওপিতে আক্রমণ করেন। যদিও এটি ছিল একটি অকাস্মাৎ আক্রমণ তথাপি আক্রমণের পূর্বে সৈনিকদেরকে স্পষ্ট করে শত্রুর অবস্তানগুলো দেখানো হয়। মুহুরী নদীতে কোমর থেকে গলা পর্যন্ত পানি থাকায় নদীর মধ্য দিয়ে আক্রমণ করতে তেমন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। পাকসেনারা যথেষ্ট সতর্কাবস্থায় না থাকায় বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং বিলম্ব না করেই প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম পিছনে ফেলে পালিয়ে যায়। ৬ নভেম্বর সুর্যোদয়ের মধ্যে আলফা কোম্পানি শালধর বাজার সম্পূর্ণ দখল করে নেয়। পাকিস্তান বাহিনী ঐদিন সকালে এই এলাকার উপর দুবার প্রতি-আক্রমাণ এবং বিকেলে একটি পাকিস্তানি যুদ্ধ বিমান আকাশ পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো চিহ্নিত করে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে গোলাবর্ষণ করলেও, মুক্তিযোদ্ধারা সফলতার সাথে তা প্রতিরোধ করে।

ইতিমধ্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর ৮৩ মাউন্ট ব্রিগেড সীমান্ত-বরাবর সমবেত হয়। ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডারগন এই এলাকা পরিদর্শন করে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় আরম্ভ করেন। তারা বিলোনিয়ার সার্বিক পরিস্থিতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং মুক্তিবাহিনীকে সমগ্র এলাকা দখলের ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এটা মনে করে নেয়া হয়েছিল, বিলোনিয়ার উত্তরে আটকেপড়া পাকিস্তানি বাহিনী কয়েকদিনের মধ্যেই স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু ৯ নভেম্বর পর্যন্ত যখন দেখা গেল যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রায় অক্ষত অবস্থায় প্রতিরোধ করে যাচ্ছে তখন সম্পূর্ণভাবে সমগ্র এলাকা মুক্ত করার জন্য বিলোনিয়া-পশুরাম এলাকায় সর্বাত্মক আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৯/১০ নভেম্বর মধ্যরাতে মুক্তি ও মিত্রবাহিনী কর্তৃক সমন্বিত আক্রমণ শুরু করার পূর্বে সমগ্র এলাকায় ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের ডিভিশনাল আর্টিলারি দ্বারা আধঘন্টা যাবৎ গোলাবর্ষণ করা হয়। যখন শত্রুর অবস্থানগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়ে তখন ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে সাথে মিত্রবাহিনীর ৩ ডোগরা রেজিমেন্ট উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে শত্রুর উপর আক্রমণ চালায়। উল্লেখ্য যে, রিকয়েললেস রাইফেল ও রকেট লাঞ্চার দিয়ে শত্রুর বেশ কিছুসংখ্যক বাঙ্কার এবং শক্তিশালী অবস্থান ধ্বংস করা হয়। তুমুল যুদ্ধের পর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং সমগ্র এলাকা ১০ নভেম্বর ভোরে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা হয়। মিত্রবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত গোলার আক্রমণে সময় শত্রুর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং বেঁচে থাকা ২ জন অফিসার ও ৭০ জন সৈনিক আত্মসমর্পণ করে। ভারী হাতিয়ারসহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বিলোনিয়া-পরশুরাম এলাকা থেকে দখল করা হয়। এ ছাড়া হাজার হাজার ক্ষুদ্রাস্ত্রের গোলাবারুদ, রকেট লঞ্চার এবং মর্টারের গোলা উদ্ধার করা হয়।

১০ নভেম্বর আনুমানিক ৫০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত বিলোনিয়ার উত্তরাংশ শত্রুমুক্ত হয়। যদিও তখন পর্যন্ত সলিয়ার দক্ষিণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান অক্ষত ছিল, তথাপি তারা পুনরায় বিলোনিয়া এলাকা পুন:দখলের চেষ্টা করার সাহস দেখায়নি। ***১৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

বিজয় একাত্তর

১২ পৃষ্ঠার পর

পরবর্তীতে খালেদ মোর্শারফ নেতৃত্বাধীন 'কে' ফোর্সের সদর দপ্তর মুক্ত এলাকায় স্থানান্তর করে পরশুরাম থানায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসন এই এলাকায় প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু করে। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পূর্বের স্থানেই অবস্থান করে এবং সমগ্র এলাকা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে।

এই যুদ্ধ ছিল মুক্তিবাহিনীর সবচেয়ে সফল যুদ্ধ। সাহসিকার সাথে যুদ্ধ করার জন্য ১০ম ও ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেশ কিছুসংখ্যক অফিসার এবং ১ নং সেক্টরের বহু অফিসার ও সৈনিককে বীরত্বসূচক খেতাবে ভূষিত করা হয়। এটা ছিল একটি অসাধারন ও ব্যতিক্রমধর্মী অপারেশন যেখানে ঝুঁকি ছিল খুব বেশী। এখানে উল্লেখ্য ভৌগলিক কারনে ও শত্রু পক্ষের শক্তিশালী অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, এই যুদ্ধে জিয়াউর রহমান নেতৃত্বাধীন 'জেড' ফোর্সের ১নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারাও যোগ দিয়েছিল, এই যুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি স্বার্থক অভিযান হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত অসংখ্য যুদ্ধের মধ্যে বিলোনিয়ার যুদ্ধগুলো ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় চল্লিশটি অপারেশন এবং তিনটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল বিলোনিয়ায়। এই যুদ্ধ ছিল অসাধারন, যেখানে প্রচলিত সামরিক যুদ্ধের রীতিনীতে অনুসরন করা হয়নি। ভূপ্রকৃতি, শত্রুবাহিনী ও নিজস্ব শক্তিকে বিবেচনায় রেখে বিলোনিয়ার যুদ্ধ আমাদের সামরিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে স্থান পাবে। "

কেউ কেউ বলে, বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগের কোন যুদ্ধ প্রস্তুতি ছিলনা। এ কথাটি সঠিক নয় প্রমান করতে লেখক গোলাম মুস্তাফা তার "যুদ্ধ করেছি বিজয় এনেছি" বইটিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার মেজর সিদ্দিক সালিক এর লেখা "উইটনেস টু সারেন্ডার" বইটির কথা উল্লেখ করেছেন। মেজর সালিক সেনাবাহিনীতে মেজর পদে উন্নীত হবার পর বাংলাদেশে (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) লেফট্যান্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এর জনসংযোগ অফিসার পদে বদলি হয়ে আসেন। পরবর্তীতে তিনি জল্লাদ খ্যাত লেফটেনেন্ট জেনারেল টিক্কা খান এবং লেফট্যানেন্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজীরও জনসংযোগ অফিসার ছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো সময়টাই তিনি নিয়াজীর পাশে পাশেই ছিলেন এবং বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে পাক-জান্তার চক্রান্ত তাই তিনি অতি নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেন। বইটিতে সিদ্দিক সালিক সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের অভিযোগের সত্যতা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি একজন অনুগত পাকিস্তানী ছিলেন বলেই বাংলাদেশের মাটিতে পাক-বাহিনীর পরাজয়ে তাঁর আর্ত চীৎকার ধ্বনিত হয়েছে। তার এই বইটি বিভিন্ন গোয়েন্দা রিপোর্ট এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা ।

উইটনেস টু সারেন্ডার বইতে মেজর সিদ্দিক সালিক এর জবানী থেকে উদ্ধৃত:

মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা

"রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন না এমন একজন পুরাতন আওয়ামী লীগার মুজিবকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'এভাবে আপনি একটি পেশাদার সেনাবাহিনীর সাথে লড়তে পারবেন না।' জবাবে তিনি বলেন 'সেনাবাহিনীর শক্তি আমার জানা আছে'। এরা ঢাকায় কার্ফ্যু জারী করেও ধরে রাখতে পারেনি। যদিও প্রাচীন অস্ত্রাদি দ্বারা আমরা সজ্জিত--- তবু, এই সাড়ে সাত কোটি মানুষ যদি ক্ষেপে উঠে তাহলে এরা কি করবে? মুজিবের নির্দেশে কর্নেল ওসমানী বাঙ্গালী পুলিশ, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সঙ্গেও যোগাযোগ করলেন-- বিশেষ তারিখে বিশেষ সময়ে এদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে। আওয়ামী লীগ হাই কমন্ডের সামরিক বিভাগ এদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক দিয়ে চললো। কার্যত: কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসারও এই সব বৈঠকে উপস্থিত থাকতো। অবস্থার এই দিক পরিবর্তনের গোয়েন্দা রিপোর্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানান হলেও তারা আমলে নেয়নি। যখন আমি (মেজর সালিক) বিষয়টি একজন সিনিয়র অফিসারকে জানালাম যে, বাঙ্গালী সৈনিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তখন ভর্তযনা করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আমাকে বলা হয়,'আর মুখ খুলবে না। তুমি সেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার দুর্নাম করছো--- যে বাহিনী বিশ্বের সেরা।

পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদকালে গ্রেফতারকৃত কয়েকজন সামরিক অফিসার স্বীকার করেন যে, তারা আওয়ামী লীগের সামরিক প্রস্তুতির সাথে যুক্ত ছিলেন। এরা হলেন, ইস্ট বেঙ্গল সেন্টার এর কমান্ড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, লেফট্যানেন্ট কর্নেল মাসুদুল হাসান, ২-ইস্ট বেঙ্গল এর কমান্ডিং অফিসার লেফট্যানেন্ট কর্নেল ইয়াসিন ও গভর্নরের ইন্সপেকশন টীম। অন্যান্য যারা গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হন এবং সগর্বে ও উচ্চকণ্ঠে নিজেদের জড়িত থাকার কথা ঘোষনা করেন তারা হলেন মেজর মুশাররফ, মেজর জলিল ও মেজর মঈন।

অন্যদিকে মুজিবের ডিফ্যাক্টো কমান্ডার-ইন-চীফ কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম এ জি ওসমানীও ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সামরিক পরিকল্পনা তৈরী করেন। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙ্গালী সৈনিকদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করলেন-- যাতে তারা মুজিবের ডাকে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে বেরিয়ে আসতে পারে। মেজর জেনারেল ডি কে পালিতের মতে, নিম্নলিখিত ব্যবস্থাবলী গ্রহণের কার্যক্রম কর্নেল ওসমানীর পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত মধ্যে ছিল পূর্ব পাকিস্তান অবরোধের জন্য ঢাকা বিমান বন্দর ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দখল করা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘাঁটি করে ঢাকা নগরের নিয়ন্ত্রন ভার গ্রহণ করবে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনী। সশস্ত্র ছাত্ররা তাদের সাহায্য করবে। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিত্যাগকারী ব্যক্তিরা প্রচন্ড আঘাত হানবে ক্যান্টনমেন্ট দখলের জন্যে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অপারেশন সার্চ লাইটের যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হল, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিও'র সরকারী তরঙ্গের (ওয়েভ লেংনথ) কাছাকাছি একটা তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ওই কণ্ঠের বাণী মনে হল আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল। তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন। ঘোষনায় বলা হয়, "এই হয়তো আপনাদের জন্যে আমার শেষ বাণী হতে পারে। আজকে থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি-- যে যেখানে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন এবং হাতে যার যা আছে তা-ই নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। ততদিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান-- যতদিন না দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর শেষ সৈনিকটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছে এবং চুড়ান্ত বিজয় অর্জিত হচ্ছে।"

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ছিলো আমাদের বিজয়ের দিন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের লক্ষ লক্ষ উৎফুল্ল বাঙ্গালীর স্বতস্ফুর্ত উপস্থিতিতে আত্মসমর্পনের জন্যে জেনারেল নিয়াজীকে যখন হাঁটিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উম্মুক্ত স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন সেখানে উভয় পক্ষের কয়েক ডজন জেনারেল উপস্থিত ছিলো। নিয়াজীর ডান পাশে ছিলেন মিত্র বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের লে. জেনারেল জগজিত সিং অরোরা আর বাম পাশে ছিলো গৌরবান্বিত, আত্মবিশ্বাসী ও দারুন স্মার্ট মুক্তিবাহিনীর ২নং সেক্টরের গেরিলা-প্রধান মেজর আবু তৈয়ব মোহাম্মদ হায়দার। আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো তৎকালিন রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষন শোনার, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সামরিক সরকারের এমএলআর আইনে বন্দী থাকায় নিয়াজীর আত্মসমর্পনকে অবলোকন করতে পারিনি। উল্লেখ্য ২রা অক্টোবর ১৯৭১ তারিখে রমনা পার্ক সেনাবাহিনী ক্যাম্প অপারেশনে যাবার মুহূর্তে ঢাকাস্থ সায়েন্স ল্যাবরেটরীর সেনাবাহিনী চেক পোস্টে আমার এক সহযোদ্ধা সহ অস্ত্রাদি সহ ধরা পরে যাই। ঐদিনই সন্ধায় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল আমাদের কারাগার থেকে মুক্ত করলে বিজয়ের গর্ব নিয়ে বের হয়ে আসি।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, January-2022
Year-14

গডফাদার হাজারীর মৃত্যু ও কিছু কথা!

সুপ্রভাত বিশেষ প্রতিবেদন।

ড্রিল মেশিন দিয়ে মানুষ ছিদ্র করে হত্যাকারী, হাজারী লীগের প্রধান, সাবেক সংসদ সদস্য এবং ১২০জন নেতাকর্মী হত্যায় অভিযুক্ত আলোচিত জয়নাল হাজারী ওরফে ফেনির জয়নাল হাজারীর ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কিন্তু রেখে গেছেন হাজারো মানুষের অভিশাপ। গডফাদার হাজারীর হাত থেকে রেহাই পায়নি সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধিসহ সাধারণ মানুষ।

আমাদের বন্ধু লিস্টে এমন অনেকেই আছে যাদের ২০০০ সাল পূর্ববর্তী সময়ের অনেক কিছুই হয়তোবা জানা নেই। আমার ভাইদের রক্ত মাখা হাজারীর মৃত্যুতে জাতীয়তাবাদীদের শোকে আমি স্তমিত। ১৯৯৬-২০০১ সালে জয়নাল হাজারীর দুর্দন্ড প্রতাপে ফেনি মৃত্যু উপত্যকা ও লেবানন বলে দেশে বিদেশে পরিচিতি লাভ করে। জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফেনীর গডফাদার খ্যাত জয়নাল হাজারীর হাত থেকে রেহাই পাইনি সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা কাজী নাসিরকে ট্রাংক রোডে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাত করে নির্মমভাবে খুন করেন তৎকালীন সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। তখন এ হত্যাকান্ডের পরিকল্পনাকারী হিসেবে জয়নাল হাজারীর নাম উঠলেও শেষ পর্যন্ত সেই মামলার কিছুই হয়নি। হাজারী ১৯৯৬ সালে সংসদ নির্বাচিত হবার পর ২০০১ সাল পর্যন্ত ফেনিতে প্রায় ১২০ জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর মৃত্যু হয়। এসময় তার বিরুদ্ধে ড্রিল মেশিন দিয়ে মানুষ ছিদ্র করার অভিযোগ সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং আতংকের সৃষ্টি করে।

এছাড়া তার নিজস্ব বাহিনী স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা চতুর্দিকে টহল দিত পালা করে। ৯৭ সালের ২৫ মার্চ তুষার নামে এক ছাত্রদল নেতাকে হাজারীর স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা ড্রিল মেশিন দিয়ে ছিদ্র করে হত্যা করে। ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন আহূত হরতাল চলাকালে শহরে বের হওয়া বিএনপির মিছিলে প্রকাশ্যে ব্রাশফায়ার করেন ছাত্রলীগ-যুবলীগ নেতা-কর্মীরা। এতে ঘটনাস্থলে নিহত হন জেলা যুবদলের তৎকালীন যুগ্ম আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম নাসির। ১৯৯৭ সালে বিএনপির নেতা ভিপি জয়নালের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও যুবদল নেতা নুর নবীকে হত্যার ঘটনা ঘটে যে মামলা ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে প্রত্যাহার করা হয়। এর আগে ধলিয়ায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় জেলা যুবদলের সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন ভেন্ডু হাজারীকে। ১৯৯৮ সালে বিএনপি নেতা নুর নবী, রতন নির্মমভাবে হত্যার শিকার হন। সুমন নামে এক ছাত্রদল নেতাকে পেট্রোল বাংলা এলাকায় জবাই করে হত্যা করা হয়। এছাড়া জাকির, বশির, মান্নান, মুন্না রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে হত্যার শিকার হন। তাছাড়া দাগনভূঞার চন্দ্রপুর ট্রাজেডিতে ৪ জন নিহত হন। যার মূল হোতা জয়নাল হাজারী। ২০০১ সালে সোনাগাজীর চর ইঞ্জিমানে বিএনপি-যুবদল ও ছাত্রদলের ১০ থেকে ১২ জন নেতা-কর্মীকে গুলি করে হত্যার পর লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার ঘটনাটি দেশ-বিদেশে ব্যাপক আলোচিত হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন হাজারী। এই মামলাসহ তার বিরুদ্ধে হওয়া অনেক হত্যা মামলা থেকে সে ২০০১-০৬ বিএনপি শাসনামলে খারিজ পেয়ে যায় যার দায় বিএনপি সরকার এড়াতে পারবেনা। সে সময়ের আলোচিত ফেনির গডফাদার জয়নাল হাজারীর ডায়ালগ ছিল 'আমি করবো আওয়ামী লীগ, আর তোরা করবি হাজারী লীগ'। স্টিয়ারিং কমিটি নেতারা হাজারী লীগই করতো। ২০০১ সালে তত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে যৌথ বাহিনীর অভিযানের মুখে হাজারী পালিয়ে ভারত চলে যান।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ফেরেন। পাঁচটি মামলায় ৬০ বছরের সাজা হয় তার। রামপুরের ইলিয়াস হত্যায় নেতৃত্ব দিয়েছেন জয়নাল হাজারী। শহীদ ইলিয়াস ফেনী শহরে মাদক, ইভটিজিং, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ছিলেন সাহসী নেতা।

এরপর ২০০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে আত্মসমর্পণ করলে আট সপ্তাহের জামিন পান হাজারী। পরে ১৫ এপ্রিল নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তাকে পাঠানো হয় কারাগারে। চার মাস কারাভোগের পরে ২০০৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর জামিনে মুক্ত হন।আওয়ামীলীগ করার সুবাদে হাজারীর তেমন কোনো বিচার এ দুনিয়াতে হয়নি। যেহেতু আওয়ামীলীগ একটি সন্ত্রাসীদল এবং এ দলের কোনো নেতা কর্মীর বিচার হয়না, সেহেতু অন্যায় -অবিচার করতে সকল নেতা কর্মীরা উৎসাহিত হয়।
যদিও জয়নাল হাজারী তার আত্মজীবনীতে হত্যায় জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

একটি মানুষ কত পাপের বোঝা নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কত জুলুম, কত হত্যা, কতো চাঁদাবাজি, কত বোমা বাজি, কত ধর্ষণ, কতো রকম অন্যায় তিনি করে মানুষের মনে ঘৃণার পাত্র হয়ে মৃত্যু বরন করলেন। আজ কোথায় তার দাম্ভিকতা ? কোথায় হাজারী স্টিয়ারিং কমিটি ? কোথায় তার সৈন্য সামন্ত ? কোথায় গেলো তার একতছত্র আধিপত্য ? কোথায় তার সন্ত্রাসী বাহিনী ? কোথায় তার টর্চার সেল ?

ছাত্রলীগ ,যুবলীগ,সেচ্ছাসেবকলীগ বা আওয়ামীলীগ যারা করেন এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত, তাদের জন্য এটি একটি বিশেষ ওয়ার্নিং।

সিডনির সমাধিস্ত জমির ঘাটতি বিষয়ে আলোচনা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

NSW কবরস্থান ট্রাস্টের ভবিষ্যত সমাধান করার জন্য ২০টি মুসলিম বিশ্বাসী গোষ্ঠী ৫ ডিসেম্বর রোববার আলোচনা সভা ক্যাথলিক মেট্রোপলিটন সিমেট্রিজ ট্রাস্টের (CMCT) কেম্পস ক্রিক কবরস্থানে অনুষ্ঠিত হয়।
এ মতবিনিময় সভায় ৭৫ জনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন NSW বিরোধী দলের নেতা ক্রিস মিন্স এবং পানি, আবাসন ও বহু-সাংস্কৃতিক বিষয়ক ছায়ামন্ত্রী স্টিভ কাম্পারসহ মুসলিম ধর্মের বিভিন্ন কমিউনিটির প্রতিনিধিরা।
একপর্যায়ে মুসলিম কবরস্থান বোর্ডের (এমসিবি) সভাপতি কাজী আলী বলেন, 'আমাদের এ জমায়েত আমাদের জনগণের জন্য কবরস্থানের অভাবের বিষয়ে এনএসডব্লিউ সরকারের নিষ্ক্রিয়তার বিষয়ে উদ্বেগের একটি গ্রাফিক প্রদর্শনী, সেইসাথে তাদের সমর্থনের একটি প্রদর্শনী দেখানো হয়েছ।" "সিএমসিটি অবশ্যই স্বাধীন থাকতে হবে এবং তথাকথিত ওয়ান ক্রাউন থেকে আলাদা" বলে জানান।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়

শহীদ মিনারে ভোট ডাকাতি দিবসের অভিনব প্রতিবাদ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ৩০ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) ২০২১ বিকালে নির্বাচনের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে পিপলস একটিভিস্ট কোয়ালিশন (প্যাক)। ইতোপূর্বে এদিনটিকে জাতীয় ভোট ডাকাতি দিবস ঘোষণা করে প্যাক। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর নজিরবিহীন মধ্যরাতের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর এ সরকার জুলুম আর জানোয়ারতন্ত্রে রূপ নিয়েছে। আর ২০০৯ সালে এ সরকার জুলুমের কারাগারে পরিণত করেছে সমগ্র বাংলাদেশকে।

প্যাকের প্রধান সংগঠক মেহরাব পিয়াসের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। প্যাকের মুখপাত্র রাতুল মুহাম্মদ, কেন্দ্রীয় সংগঠক শিমুল চৌধুরী, সংগঠক মেহেদী হাসান, সংগঠক মোত্তাকিন মুন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং মৌলিক বাংলার সাবেক আহবায়ক ফরিদ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

অভিনব এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বাংলাদেশের ভোট ব্যবস্থার প্রতিকী কবর তৈরি করা হয়। এই প্রতিকী কবরের সামনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের ভোট ব্যবস্থা আজকে এই কবরে চলে গেছে। প্যাকের সংগঠকরা এই সময়ের সবচেয়ে সাহসী এবং অগ্রগন্য ফ্যাসিস্ট বিরোধীযোদ্ধা। এই প্রতিকী কবর প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের রাজনীতি, গণতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্ব এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

এর পর প্যাকের পক্ষ থেকে দোয়া পাঠ করেন মেহরাব পিয়াস। দোয়া পাঠের মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

ABSC INC. HOLDS MEDIA CONFERENCE TO

Suprovat Sydney Report

The Australian Business Summit Council Inc. hosted its annual Media Conference and Luncheon at The Waterview in Bicentennial Park, Homebush on 2 December 2021 to announce the upcoming publication of the third issue of EKONOMOS, the official ABSC Inc. business affairs magazine.

More than forty VIPs and guests, including consuls general, consuls, business leaders, community leaders and members of various multicultural media including the only Bangladesh Community Newspaper in Australia, Suprovat Sydney representative groups filled the Bel Parco events room to celebrate the Council's standing as one of the nation's premier business management consultant forums.

ABSC Inc. president for the third consecutive year, Dr Frank Alafaci outlined the scope and mission of the Council to promote trade and investment avenues for Australian businesses by furthering multilateral commercial relationships both within the national economy and on an international platform. Pursuant to this agenda, the Council functions as an elite intellectual mouthpiece for informative debates and discussions on effective business policies and practices that stimulate a vibrant, sustainable and competitive economic environment with unprecedented opportunities for Australian entrepreneurs.

Attesting to the ABSC Inc.'s strong reputation, three high-level keynote speakers, H. E. Mr Khandker Masusdul Alam (Consul General of Bangladesh), Mr Joseph Rizk OAM (CEO / Managing Director, Arab Bank Australia), and Mr Schon Condon (Managing Principal, Condon Advisory Group) commended the Council's pervasive influence through its eminent leadership and signature activities (seminars, conferences, partnerships, EXPOs, memoranda of understanding, trade delegation visitations and participation in international economic roundtables) designed to promote Australian entrepreneurialism and facilitate trade and investment opportunities with our known trading partners and hitherto untapped potential import and export markets.

EKONOMOS, Issue 3 will include thirteen articles from an impressive range of contributors led by Dr Frank Alafaci (President, Australian Business Summit Council Inc.), featuring H. E. Mr Shingo Yamagami (Ambassador of Japan); H. E. Dr Kulynich Mykola (Ambassador of Ukraine); H. E. Dr Joseph Agoe (High Commissioner of Ghana); H. E. Mr Muhammad Sufiur Rahman (High Commissioner of Bangladesh); Mr Joseph Rizk OAM (CEO / Managing Director, Arab Bank Australia); Ms Lee-May Saw (Barrister, Frederick Jordan Chambers); Ms Laura Robbie (Managing Director, YouGov Australia); Mr Schon Condon (Managing Principal, Condon Advisory Group); Mr Garry Garner (Director, The Garner Partnership Pty Ltd); Mr Kian Ghahramani (Principal, RSM Australia Pty Ltd); Mr Art Phillips (Founder / Director, 101 Music Pty Ltd); and Mr Stephen Parker (Director / Digital Transformation Strategist, 1 Vision OT Pty Ltd).

Before concluding the annual Media Conference and Luncheon, ABSC Inc. president, Dr Frank Alafaci formally acknowledged the resolute support from the Council's Board of Directors, all of whom have in-depth knowledge and wide-ranging experience in business leadership and management, expressing a particular debt of gratitude and appreciation to Mrs Sylvia Alafaci, the Council's secretary, for her prodigious efforts in organising this memorable event, sending out the invitations, preparing the immaculate table arrangements and decorations, VIP and guest name tags, and communicating with The Waterview's Events Management team. According to the Council's president, the third issue of EKONOMOS will be launched and made available at the Council's Annual Gala Dinner after the end-of-year festivities and distributed within Australian and international business, trade and investment networks, diplomatic circles, government agencies and the community-at-large.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

ANNOUNCE EKONOMOS, ISSUE 3, 2021

খেলাধুলা

৩৬ বছর বয়সী রোনালদো ৮০০ গোলের পর নজর এখন নতুন রেকর্ড গড়ার

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

৩৬ বছর বয়সে এসেও ছুটে চলেছেন দুর্বার গতিতে। ভাঙছেন একের পর এক রেকর্ড। ৮০০ গোলের অসামান্য কীর্তি গড়ার পর ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর লক্ষ্য আরও উঁচুতে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফরোয়ার্ড বললেন, ভক্তদের সমর্থন নিয়ে গড়তে চান আরও নতুন রেকর্ড।

অফিসিয়ালি ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে ৮০০ গোল করা প্রথম ফুটবলার তিনিই। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বৃহস্পতিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের বিপক্ষে দলের ৩-২ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল করার পথে এই কীর্তি গড়েন পর্তুগিজ মহাতারকা।

ফুটবলের ইতিহাসে ক্যারিয়ার গোলের হিসেবে সব সেরাদের বেশ আগেই পেছনে ফেলেছেন রোনালদো। ফুটবল কিংবদন্তি পেলের ৭৬৭ গোল পর্তুগাল অধিনায়ক ছাপিয়ে যান গত মার্চে। এরপর পেছনে ফেলেন আরেক জয়ী রোমারিওর গোল।

চারটি স্পোর্টিং ক্লাব লিসবন, ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও ইউভেন্তুসের হয়ে রোনালদো করেন ৬৮৬ গোল। জাতীয় দল পর্তুগালের জার্সিতে তার গোল ১১৫টি।

ক্যারিয়ার গোল সংখ্যাটা ৮০১, এক হাজার ৯৭ ম্যাচে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করে ৮০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রোনালদো। পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার লিখেছেন, ভক্তদের সমর্থনে উজ্জীবিত হয়ে তিনি ভেঙে দিতে চান আরও রেকর্ড।

"৮০০টিরও বেশি অফিসিয়াল গোল করা প্রথম ফুটবলার হতে পেরে খুব খুশি। কী বিস্ময়কর এবং অবিস্মরণীয় একটি পথচলা হয়ে উঠেছে এটি ...।"

"আমার পাশে থাকার জন্য সব সমর্থককে ধন্যবাদ। ৮০১ এবং এখনও চলছে! এই সংখ্যাটি আরও এগিয়ে চলুক এবং সম্ভাব্য প্রতিটি রেকর্ড ভাঙতে থাকুক! চলুন একসঙ্গে এগিয়ে যাই!"

ইতালি ও আর্জেন্টিনা 'ফিনালিস্সিমা'-এর দিনক্ষণ ফাইনাল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার চ্যাম্পিয়নের মধ্যে ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত আগেই চূড়ান্ত হয়েছিল। এবার ঠিক হলো ম্যাচটির তারিখ ও ভেন্যুও। আগামী ১ জুন লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এক ম্যাচের শিরোপা লড়াইটি।

ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা (উয়েফা) ও লাতিন আমেরিকার ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থা কনমেবল বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ম্যাচটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ফিনালিস্সিমা'।

গত সেপ্টেম্বরেই এই ম্যাচটির ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল দুই অঞ্চলের ফুটবল সংস্থা। ফিফার দুই বছর পরপর বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা জানানোর পরই ম্যাচটি আয়োজনের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল সংস্থা দুটি।

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ও কোপা আমেরিকার শিরোপা জয়ী দলের লড়াই অবশ্য এবারই প্রথম নয়। ১৯৮৫ ও ১৯৯৩ সালে উয়েফা ও কনমেবল আয়োজন করেছিল আর্তেমিও ফ্রাঞ্চি ট্রফি নামে। প্রথম আসরে উরুগুয়েকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ফ্রান্স। দ্বিতীয় ও সবশেষ আসরে নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে সমতার পর ডেনমার্ককে টাইব্রেকারে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল আর্জেন্টিনা।

এছাড়া ক্লাব পর্যায়েও এই দুই মহাদেশের মধ্যে রয়েছে প্রতিযোগিতার পুরনো ইতিহাস। এর আগে ইউরোপিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন ও দক্ষিণ আমেরিকার কোপা লিবের্তাদোরেস জয়ী দল প্রতি বছর মুখোমুখি হতো। টুর্নামেন্টের নাম ছিল ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ।

গত ১০ জুলাই কোপা আমেরিকার ফাইনালে ব্রাজিলের ঐতিহাসিক মারাকানা স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের হারিয়ে ২৮ বছরের শিরোপা খরা কাটায় আর্জেন্টিনা। পর দিন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের হারিয়ে ইউরোর শিরোপা জেতে ইতালি।

উয়েফা ও কনমেবল আগামী ৩০ জুন ২০২৮ পর্যন্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে এবং আগামী বছর থেকে তারা লন্ডনে একটি অফিস ব্যবহার করবে।

ওমিক্রনের সংক্রমণে স্থগিত ইউরোপিয়ান ম্যাচ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ইউরোপজুড়ে আবারও বেড়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপজুড়ে। ফুটবলাঙ্গনেও পড়েছে এর প্রভাব। ইতোমধ্যেই করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে স্থগিত হয়েছে বেশকিছু ফুটবল ম্যাচ। এবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বক্সিং ডে'র লিভারপুল বনাম লিডস ইউনাইটেডের মধ্যকার ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়া স্প্যানিশ লা লিগার রিয়াল মাদ্রিদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। মূল দলের খেলোয়াড় এবং স্টাফসহ ১১ জন করোনা আক্রান্ত।

ইংল্যান্ডে করোনা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। এ কারণেই ২৬ ডিসেম্বর বক্সিং ডে'তে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুল এবং লিডস ইউনাইটেডের মধ্যকার ম্যাচটি স্থগিত ঘোষণা করেছে ইপিএল কর্তৃপক্ষ। লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ডে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল বক্সিং ডে'র এই লড়াইটি।

কেবল লিভারপুলের এই ম্যাচটিই নয়, সেই সঙ্গে ওয়াটফোর্ড বনাম উলভসের মধ্যকার ম্যাচটিও স্থগিত হয়েছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত করোনার কেবল চলতি মাসেই ১২টি ম্যাচ স্থগিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে লিডস ইউনাইটেড জানায়, 'আমরা খুবই হতাশ যে, বক্সিং ডে তে লিভারপুলের বিপক্ষে আমরা খেলতে নামতে পারবো না। কারণ, আমাদের ফুটবল দলের ৫জন ফুটবলার এবং স্টাফ নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। প্রতিজন আক্রান্ত ব্যক্তিই করোনা উপসর্গবিহীন। এটার কারণ সম্ভবত, আমরা উচ্চ মাত্রার ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছি, এ কারণে।'

ব্যায়াম প্রাত্যাহিক জীবনে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত

সুস্থ থাকার জন্য ব্যায়ামের বিকল্প নাই। নিয়মিত ব্যায়ামে আমাদের পেশী শক্তিশালী হয়, নানারকম অসুখের হাত থেকে রক্ষা করে এবং দীর্ঘজীবী করে। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না, কোন বয়সে কোন ব্যায়াম করা ভালো। চলুন দেখে নেই কোন বয়সে কোন ব্যায়ামগুলো করতে হবে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অকর্মণ্যতা ও আলস্য থেকে তলপেটে চর্বি জমে, ফলে মেদ অবশ্যম্ভাবী। তার ওপরে অনিয়মিত জীবন-যাত্রা ও শরীরের প্রতি অযত্ন থেকে দ্রুত চুল পড়া শুরু হয়। এর থেকে রেহাই পাওয়ার একটি সহজ উপায় হল প্রতিদিন নিয়ম করে শরীরচর্চা।

তারই কিছু সন্ধান রইল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই ব্যায়ামগুলো করলে দেহে বাড়বে টেস্টোস্টেরন ও ডোপামাইন ক্ষরণের মাত্রা। ফলে, কমবে চুল পড়া বা পেটে মেদ জমার প্রবণতা।

স্কোয়াট

স্কোয়াট করা খুবই সহজ। হাঁটু ভাঁজ করে হাফ-সিট পজিশনে বা চেয়ারে বসার মতো করে বসুন। হাত দু'টি টানটান করে ছড়িয়ে দিন সামনে। পাঁচ মিনিট করে এভাবে স্কোয়াট করা অভ্যাস করুন। এর ফলে আপনার পেশি শক্ত থাকবে, ক্যালরি ঝরবে, শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক ফ্যাট গলে যাবে।

চেস্ট প্রেস

আপনি ডাম্বেল ব্যবহার করুন বা বারবেল, চেস্ট প্রেসে আপনি একই সুফল পাবেন। এর ফলে আপনার পেক্টোরাল, ট্রাইসেপ এবং ডেল্টয়েড পেশির জোর আরও বাড়বে।

বিশ বছর

এই বয়সে যা ইচ্ছা তাই খেলেও নেই বিশ বছর বয়সে আপনি কী ধরণের ব্যায়াম করতে পারেন।

ভারোত্তলন

ভারোত্তলন বা ডেডলিফ্ট পেশির শক্তি বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ব্যায়াম। দেহের উপর ও নীচ উভয় অংশের পেশির জন্যই এটি কার্যকরী। এই ব্যায়াম করলে দেহ হবে আরও শক্ত-পোক্ত, সুঠাম, মেদও ঝরবে দ্রুত।

তিরিশ বছর

এই বয়সে এসে ব্যায়ামের রুটিনে কিছু পরিবর্তন আনুন। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এসময় আপনাকে শরীরের সব অংশের উপকারিতার কথা মাথায় রেখে ব্যায়ামের ধরণ বেছে নিতে হবে। এসময় স্ট্রেচিং ধরণের ব্যায়ামের প্রতি জোর দিতে হবে। বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটার অভ্যাস করতে পারেন।

তিরিশ বছর বয়সে আপনাকে শরীরের উর্দ্ধ ও নিম্ন উভয় অংশের জন্য উপকারী ব্যায়াম বেছে নিতে হবে। এসময়ে করতে পারেন এমন কিছু ব্যায়াম হল- ক্রস ট্রেইনিং,সাইক্লিং,দৌড়ানো,সাঁতার কাটা, যোগ ব্যায়াম,তাই চি।

চল্লিশ বছর

এই বয়সে এসে অনেককেই পেটে জমা চর্বি জমার হাত থেকে বাঁচার জন্য লড়াই করতে হয়। নারী ও পুরুষ উভয়েরই পেশীর শক্তি কমে যায়। তবে পুরুষের ক্ষেত্রে পেশী দুর্বল হওয়ার হার তুলনামূলক বেশি থাকে যা প্রায় পাঁচ থেকে আট শতাংশ। কমে যায় হজম শক্তিও।

শক্তিশালী পেশী ও হজম ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজন নিয়মিত স্ট্রেন্থ ওয়ার্কআউট বা শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম। এতে আমাদের শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমতে পারে না। এই বয়সে এসে নিয়মিত ব্যায়ামের পাশাপাশি ভারোত্তলন করতে হবে।

পঞ্চাশ বছর

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ব্যথা শুরু হয়। এসব ব্যথার সঙ্গে খাপ খাইয়েই নানারকম ব্যায়াম করতে হবে। যদি আপনার হাঁটু ব্যথা থাকে, তবে দৌড়ের পরিবর্তে সাঁতার কাটুন। এছাড়াও যেগুলো করতে পারেন তা হল- পিলে,যোগব্যায়াম, অ্যারোবিকস।

পিলেট এবং যোগব্যায়ামে পিঠের শক্তি বাড়ায় ও কুঁজো হওয়ার সম্ভাবনা কমায়। প্রতিদিন পাঁচ মিনিট

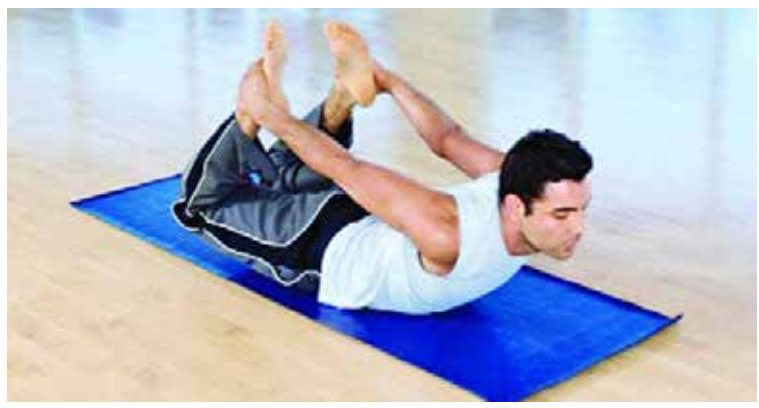

করে সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ মিনিট অ্যারোবিকস করতে পারেন। তবে ভুলেও শরীরে অতিরিক্ত চাপ পড়ে এমন ব্যায়াম করা যাবে না। এতে ভয়ানক ক্লান্তি ও পেশীতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে।

ষাট বছর

হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের মত রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভূমিকা রাখে নানারকম ব্যায়াম। হঠাৎ পড়ে গেলে কোমরের হাড় ভাঙা রোধ করতেও ব্যায়ামের বিকল্প নাই। তবে অবশ্যই একজন ব্যায়ামের প্রশিক্ষকের পরামর্শ নেবেন। এই বয়সে যে ব্যায়ামগুলো করবেন- ভারোত্তলন (সপ্তাহে দুই থেকে তিন বারে তিরিশ মিনিট),জুম্বা, ওয়াটার অ্যারোবিকস।

সত্তর বছর

এই বয়সে এসে খুবই সাবধানতার সঙ্গে ব্যায়াম করতে হবে আপনাকে। ব্যায়ামের চেয়েও কর্মক্ষম থাকা বেশি জরুরী এই সময়ে। চেয়ারে বসে করা যায় এমন ব্যায়াম এসময়ের জন্য ভালো। রেজিস্ট্যান্স ব্যান্ডের সাহায্যে দুই বাহু উপরে তোলা,লেগ লিফট (দেয়াল বা চেয়ারে ভর দিয়ে),অ্যারোবিকস (চেয়ার ধরে). স্ট্রেচিং।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, ব্যায়ামের কোন বয়স নাই। তাই সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করা জরুরি। সেইসঙ্গে হাঁটাচলা ও কর্মক্ষম থাকাও অত্যন্ত জরুরী। তবে আপনার যদি বিশেষ শারীরিক অবস্থা থাকে যেমন আর্থ্রাইটিস, হাঁটুব্যথা, কোমরব্যথা, পিঠেব্যথা বা অন্য কোন আঘাত থাকে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যায়াম করা উত্তম।

মিরাকল অব কোরআন ৬

@আতিকুর রহমান

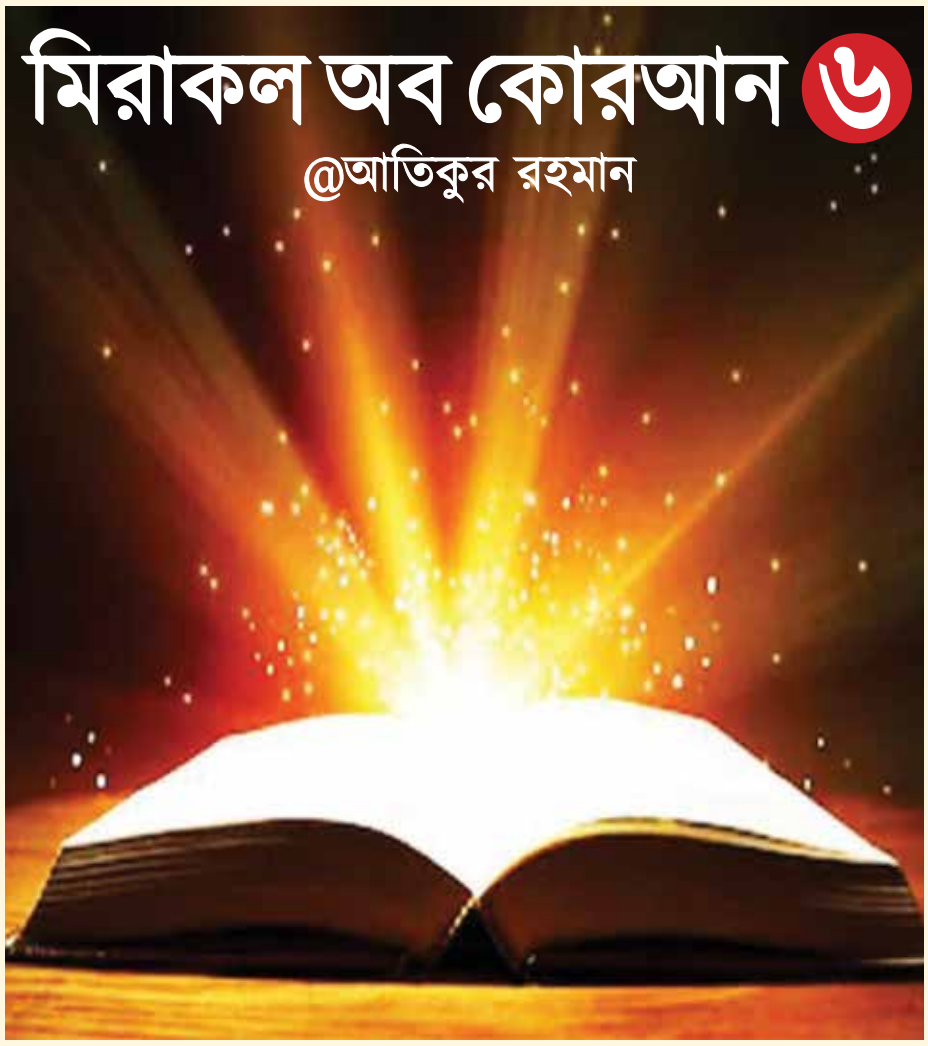

অধ্যায় ছয় - রোমকদের বিজয়ের ভবিষ্যৎবাণী

সপ্তম শতাব্দীতে পৃথিবীর দুই পরাশক্তি ছিল রোম ও পারস্য (আজকের ইরান)। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ও য়াসাল্লামের নবুয়তের পরবর্তীতে সময়ে ৬১৬ খ্রীস্টাব্দে এই দুই পরাশক্তির মাঝে প্রচন্ড যুদ্ধ বাঁধে। যেহেতু পারস্যরা অগ্নিপূজক ছিল আর অপরদিকে রোমানরা ছিল খ্রিষ্টান বা আহলুল কিতাবের অনুসারী (আসমানী কিতাবের অনুসারী) তাই মুসলমানরা রোমানদের বিজয় কামনা ক রছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রোমানরা ন্যাক্কারজনকভাবে এ যুদ্ধে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে পারসীয়ানরা বৃহত্তর সিরিয়া ও মিশর দ খ ল করে নেয়। কন্সটেন্টিনপলকে তাদের রা জধানী করে নেয়। রোমানরা হেরে যাওয়ায় মুসলমানরা মনোঃক্ষুন্ন হয়।

কিন্তু কোরআন সে সময় ভবিষ্যৎবাণী করেছিল এই বলে যে , রোমানরা কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয়ী হবে। কোরআন সে সময় বলেছিল:
অর্থঃ রোমকরা পরাজিত হয়েছে , নিকটবর্তী এলা কা য় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে , কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। (সূরা আর-রূম, ৩০:২-৪)
উপরে বর্ণিত চতুর্থ আয়াতে "বিদ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবিতে এ শব্দের মানে হলো কয়েক। যা আরবী ভাষা অনুযায়ী সংখ্যায় ৩ থেকে ৯ এর মধ্যবর্তী কোন সংখ্যাকে বুঝায়। তাহলে বি ষয়টি কি দাঁড়াচ্ছে ? ৩ থেকে ৯ বছরের মধ্যে এই দুই পরাশক্তির মাঝে আবার যুদ্ধ হবে এবং এতে রোমানরা জয়লাভ করবে।

৬২২ খ্রীস্টাব্দে আবার দুই পরাশক্তির মাঝে যুদ্ধ বাঁধে আর এতে সত্যি সত্যি রোমানরা বিজয় অর্জন করে। এ যুদ্ধে রোমানরা তাদের হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার করে নেয়।
আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলে আবু বাকর সিদ্দীক্ব (রাঃ) মক্কার অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ "আলিফ, লা-ম, মী-ম। রোমান শক্তি নিকটবর্তী অঞ্চলে প রাজিত হয়েছে। তাদের এ পরাজয়ের পর অচি রেই কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয়ী হবে।" কুরাইশদের একদল লোক আবু বকর (রাঃ)-কে বলল, আমাদের ও তোমাদের মাঝে একটি চুক্তি হোক। তোমার সাথী রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে, রোমানরা কয়েক বছরের মধ্যেই পারস্য শক্তির উপরে বিজয়ী হবে। আমরা এ বিষয়ে তোমাদের সাথে বাজি রেখে মাল বন্ধক রাখি না কেন ? আবূ বাকর (রাঃ) বলেন , ঠিক আছে। বর্ণনাকারী বলেন, বাজি হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বে এই চুক্তি হয়েছিল। আবূ বাকর (রাঃ) এবং মুশরিকরা বাজি ধরে বাজির মাল আলাদা করে রেখে আবু বাকর (রাঃ)-কে বলল, আপনি 'বিদউ'-কে কত নির্ধারণ করতে চান ? এ তো ৩ হতে ৯ বছর পর্যন্ত বুঝা যায়। আপনি আমাদের এবং আপনার মধ্যে একটি মধ্যবর্তী সময় নির্দিষ্ট করুন।
আমরা উভয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করব। বর্ণনা কারী বলেন, তারা নিজেদের মধ্যে ৬ বছরের স ময়সীমা নির্ধারণ করে। বর্ণনাকারী বলেন, ৬ বছর পার হয়ে গেলেও কিন্তু রোমানরা পারসি ক দে র উপর বিজয়ী হয়নি। অতএব মুশরি ক রা আবু বাকর (রাঃ)-এর অর্থ নিয়ে নিল। কিন্তু ৭ বছরে রোমানরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। মুসলিমরা আবু বকর (রাঃ)-এর ৬ বছর বরাদ্ধ করাটাকে দোষারোপ করল। কেননা আল্লাহ তা'আলা "কয়েক বছরের মধ্যেই" বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় (ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলে) অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। (সূত্রঃ জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩১৯৪, হাদিসের মান: হাসান হাদিস, আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, নিয়ার ইবনু মুকরামের হাদীস হিসেবে গরীব। আবদুর রহমান ইবনু আবুয ফিনাদের সনদেই শুধু আমরা এ হাদীস জেনেছি) । কোরআনের ভবিষ্যতবানী কিভাবে সঠিক হয়ে গেছে, লক্ষ্য করেছেন?

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা বার্ষিকী লন্ডনে পালিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে লন্ডন মহানগর শাখার উদ্যোগে ২৯ ডিসেম্বর (বুধবার) ২০২১ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন লন্ডন মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন। সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শাখার সহ সভাপতি হাফিজ শহীর উদ্দিন। লন্ডন মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আল আমিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ৩২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি মাওলানা ফয়েজ আহমদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক আলহাজ্ব এ কে এম আবু তাহের চৌধুরী, লেখক ও গবেষক ডক্টর এম এ আজিজ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি মাওলানা শাহ নূর মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদ, শাখার সহসাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাজিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালী, ইমাম মাওলানা শাব্বির আহমদ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম লন্ডন মহানগর শাখার সভাপতি হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, বিশিষ্ট সাংবাদিক আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আলহাজ্ব নূর বক্স, টিভি উপস্থাপক মাওলানা আব্দুল বাসিত, শায়েখ বাঘা (রহ.) এর দৌহিত্র তরুণ আলেম ও লেখক মাওলানা হোসাইন আহমদ, সাংবাদিক ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সৈয়দ জহিরুল হক, কবি সৈয়দ রফিকুল হক। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার সহসভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সহসাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা নোমান হামিদী, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়া, টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সেক্রেটারি হাফিজ মাওলানা ইসলাম উদ্দীন, হাফিজ ওলীউর রহমান প্রমুখ।
সমাবেশ নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস আল্লাহর জমিনে, আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষে ১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর উপ মহাদেশের প্রখ্যাত শায়খুল হাদীস বাংলার বুখারী আল্লমা আজিজুল হক রহ. এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ৩২ বছরে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মাহের কল্যাণে কাজ করে এক গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছেন যা আমাদের চেতনা জোগান করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কে চালিয়ে যেতে হবে।সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ হেকে সকলকে প্রানঢালা অভিনন্দন।

সুপ্রভাত সিডনি নিয়ে প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে যে আর্টিকেল

সুপ্রভাত সিডনি: পুনরুজ্জীবিত করার একটি মঞ্চ

ড. ফজলে রাব্বী

বাংলা অভিব্যক্তি 'সুপ্রভাত' ব্যবহার করে আপনি আপনার দিনটি শান্তভাবে শুরু করতে পারেন, যার অর্থ 'শুভ সকাল'। আমরা সবাই জানি, একটি মনোরম সকাল বিভিন্ন জিনিস সমন্বয়, যদিও 'শুভ সকাল' কথাটি বেশিরভাগ লোকেরা বেশ উপভোগ করে। আর এই উপভোগের বিষয়টি ২০১৮ সালে একটি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক টুইটার পোল দ্বারা বৈধ করা হয়েছিল। ২০০৯ সাল থেকে, 'সুপ্রভাত সিডনি', অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশী কমিউনিটি প্রকাশনাটি, এই 'শুভ সকাল' ধরনের শব্দগুচ্ছের পাশাপাশি স্থানীয় কমিউনিটির যাবতীয় সমস্ত সংবাদ উপস্থাপনের মাধ্যমে সবার অভ্যন্তরীণ প্রশান্তিকে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করে আসছে।

সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদক আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীম সর্বদা সম্প্রীতির নিশ্চয়তার মাধ্যমে বহুসাংস্কৃতিক অস্ট্রেলিয়ান সমাজে অভ্যন্তরীণ শান্তি আনয়নে সচেষ্ট রয়েছেন। এই সংবাদপত্রটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করার পিছনে এই প্রত্যয়ই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। 'এটি একটি সর্বজনীন বাস্তবতা যে, ১০০ বছর আগে আমরা কেউই এখানে ছিলাম না, এবং এখন থেকে ১০০ বছর পরে আমাদের কেউই এই পৃথিবীতে থাকবে না, আবদুল্লাহ বলতে থাকেন, 'তবে, অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে ভালো কাজগুলো করতে এবং আমাদের বহুসাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ে শান্তি ও সম্প্রীতির নিশ্চয়তা প্রদান করতে। সম্ভবত, এটিই ছিল অস্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশী কমিউনিটির সংবাদপত্র 'সুপ্রভাত সিডনি'র ২০০৯ সালে প্রকাশনার প্রাথমিক প্রেরণা।'

এই সংবাদপত্রের নিবন্ধগুলি সর্বদা বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রশংসা করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। সুপ্রভাত সিডনি পরিচালনার পুরো দল এই ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিতে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন তৈরি করতে কাজ করে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ, সুপ্রভাত সিডনি পরিবার স্থানীয় কমিউনিটিকে শক্তিশালী করতে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনকে উজ্জীবিত করতে এবং অস্ট্রেলিয়াকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ রাষ্ট্রে রূপান্তর করতে একই মঞ্চে একসাথে কাজ করছে। প্রকাশনা শুরুর পর থেকে, সুপ্রভাত সিডনি কমিউনিটির সদস্যদের সাথে এবং অন্যান্য ফেডারেল ও রাজ্য কর্তৃপক্ষের সাথে একত্রে আরও ভাল পরিসেবা প্রদানের জন্য কাজ করে চলেছে।

সুপ্রভাত সিডনিকে কমিউনিটির কণ্ঠস্বর হিসাবেও গণ্য করা হয়। কারণ, এর মৌলিকতা এবং দৃষ্টি ও লক্ষ্যে স্থিরতা রয়েছে। এর লক্ষ্য, পন্থা ও প্রকাশনাগুলি একইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে স্বতন্ত্র। লেখকের জ্ঞান অনুসারে, এর লোগোটি ট্রেডমার্কযুক্ত, এবং এটি 'ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সিরিয়াল নম্বর' (ISSN) সহ অস্ট্রেলিয়ার প্রথম কমিউনিটি সংবাদপত্র। এই ISSN অস্ট্রেলিয়ান প্রকাশকদের দ্বারা এখানে প্রকাশিত অনুমোদিত অস্ট্রেলিয়ান সিরিয়াল প্রকাশনার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। সুপ্রভাত সিডনি অস্ট্রেলিয়ার প্রথম বাংলাদেশী কমিউনিটি সংবাদপত্র যেটি ঘোষণা করেছে যে, এর প্রকাশনা সব ধরণের নকল বর্জিত। ফলস্বরূপ, সুপ্রভাত সিডনি প্রকাশনা জগতে একটি বিশ্বাসযোগ্য পত্রিকা হিসাবে তার শুভাকাঙ্ক্ষিদের আস্থা অর্জন করেছে এবং এটি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সেই সম্মানের ব্যানার নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

এই কারণেই সুপ্রভাত সিডনির ৬০ হাজারেরও বেশি ফেইসবুক অনুরাগী রয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় পাঠকদের ফোরাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি সারা বিশ্বের লেখকদের অবদান গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে, সুপ্রভাত সিডনি তার নিয়মিত লেখকদের অনুমতি নিয়ে প্রথম সম্পাদিত বই "সুপ্রভাত সাহিত্য সমগ্রহ ০১" প্রকাশ করে। শিক্ষাবিদ ডক্টর আনিসুজ্জামান, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ -এ ঢাকা একুশে বইমেলায় বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন। 'সুপ্রভাত সাহিত্য সমাগ্রহ ০১' বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে প্রত্যেক বাংলাদেশী নারী-পুরুষকে যারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সম্মানে এই ভাষাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। . ঢাকা একুশে বইমেলার পর কলকাতা বইমেলায় বইটি অনেক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে।

সুপ্রভাত সিডনি বিভিন্ন ধরণের সামাজিক বিষয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করে, যা সমাজের প্রত্যেকে সবসময় উপভোগ করে। স্থানীয় পুলিশ এবং সিটি কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এই সেশনগুলি পরিচালিত হয়। সুপ্রভাত সিডনি দল স্থানীয় সরকার প্রশাসন দ্বারা তাদের প্রচেষ্টার জন্য স্বীকৃত হয়েছে অনেক অনুষ্ঠানে।

সুপ্রভাত সিডনি বিভিন্ন ধরণের কমিউনিটি পরিসেবাও দিয়ে থাকে। যেগুলি সবার জ্ঞাতার্থে নিয়মিত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন আকারে দেওয়া হয়। এতে জাস্টিস অফ পিস পরিসেবা (জেপি), ভিসা সংক্রান্ত পরামর্শ, চাকরি, ভাড়া এবং ছাত্র ভর্তি, নতুন বসতি স্থাপনকারীদের জন্য অভিবাসন, উপযুক্ত মুসলিম পণ্ডিতদের শরীয়াহ সম্পর্কে পরামর্শ, ইসলামিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং দাফন সংক্রান্ত সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সেবার মধ্যে রয়েছে বিবাহের নিবন্ধন, উপযুক্ত আইনজীবীদের মাধ্যমে যেকোনো ধরনের আইনি পরামর্শ, সঠিক হালাল খাবারের পরামর্শ, পুরুষ ও মহিলা বাংলাভাষী ডাক্তারদের তালিকা প্রদান, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন আইনি সহায়তা ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইনি সহায়তা। এছাড়াও সুপ্রভাত সিডনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অন্যায্য বরখাস্ত, কর্মীদের ক্ষতিপূরণের পরামর্শ, চিকিৎসা অবহেলার বিষয়ে আইনি পরামর্শ এবং এ ব্যাপারে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে।

সুপ্রভাত সিডনি খুব সম্প্রতি পেশাদার উন্নয়ন কর্মশালা শেষ করেছে। সেগুলি জুলাই ২০২১-এ শেষ হয়েছিল। সুপ্রভাত সিডনি দ্বারা আয়োজিত বিনামূল্যের সেমিনারগুলিতে, যা প্রাথমিকভাবে 'মাল্টিকালচারাল এন এস ডব্লিউ' সরকার দ্বারা সমর্থিত, ৭৫ টি বিভিন্ন সংস্থা থেকে ১০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীকে আকর্ষণ করেছিল। সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদক আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম এই সফল সিরিজ সেমিনারের পিছনে মূল চালিকাশক্তি ছিলেন। রবিবার, ১১ জুলাই এবং শুক্রবার, ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে ছয়টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই কর্মশালাগুলো। প্রথম বিজ্ঞাপনের পরে, বিনামূল্যে কর্মশালার নিবন্ধন সীমা দ্রুত শেষ হয়ে গিয়েছিল। অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ আয়োজকদের বিস্মিত করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে, এতো সুন্দর আয়োজন সবাইকে বেশ মুগ্ধ করে। বক্তাদের বক্তব্য সকল অতিথিদের অভিভূত করে। অংশগ্রহণকারীরা সুপ্রভাত সিডনির ইমেইলে অসংখ্য ইমেল এবং অভিনন্দন পত্র পাঠিয়েছে। এগুলি সুপ্রভাত সিডনির পরিচালনা দলকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে।

সুপ্রভাতের এ পথচলা অবশ্য সবসময় সহজ ছিল না। সাফল্যের যাত্রায় দলটিকে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যেতে হয়েছে। কমিউনিটির সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা এটা জেনে আশ্চর্য হয়েছিলেন যে, প্রায় এক দশক আগে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষস্থানীয় একটি মুদ্রিত মিডিয়া প্রধান সম্পাদক আবদুল্লাহ সম্পর্কে একটি মানহানীকারী লেখা প্রকাশ করেছিল। মানহানির পুরো প্রক্রিয়াটি মোটেও মসৃণ ছিল না। আবদুল্লাহ আইনি পদক্ষেপ নিয়ে কয়েক হাজার ডলার খরচ করে লড়াই করেছিলেন। অবশেষে, সুপ্রভাত সিডনি দল জয়লাভ করেন এবং 'সত্যের সাথে সর্বদা থাকার' পাঠটি আত্মস্থ করে, যা তারা অবশেষে সুপ্রভাত সিডনির মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে। ফলস্বরূপ, সুপ্রভাত সিডনি পরিচালনা পর্ষদ কমিউনিটির অনুভূতি বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে এবং সবার প্রয়োজনে তাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। সুপ্রভাত সিডনি দল বিশ্বাস করে যে তারা ইতোমধ্যেই সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর হওয়ার জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

সুপ্রভাত সিডনির বেশ কিছু স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেগুলো সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশি সম্প্রদায় সচেতন। কোভিড এর মারাত্মক আঘাতের পরেও, এটিই আজ একমাত্র বাংলাদেশী কমিউনিটির সংবাদপত্র যা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এই মুদ্রিত সংস্করণগুলি অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে নিয়মিত দেওয়া হয়। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, এই সংবাদপত্রটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের খবর কভার করেছে এবং প্রকাশ করেছে কমিউনিটির বেশ কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন । সুপভাত সিডনির নিজস্ব YouTube চ্যানেল আছে , যেখানে স্থানীয় ও রাজনৈতিক খবর সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। গড়ে প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার ভিজিটর সুপ্রভাত সিডনির অনলাইন সংস্করণ ভিজিট করে।

সুপ্রভাত সিডনি কমিউনিটির বাকি সদস্যদের মতো তার পরিবারের সদস্যদের জন্য সত্যিই গর্ব বোধ করে। তাদের সবাই সত্যিই বন্ধু এবং তাদের স্লোগান একসাথে ও ভালোর জন্য উচ্চারণ করে:

Suprovat Sydney is the podium to rejuvenate;

Unbelievably focused and we're the great!

Promised to abolish clash, fight and hate;

Righteous platform - we're resolute to set.

Our pledge is to turn into the best mate;

Vivacious friends to open heaven's gate;

Advising community not to rely on fate-

The Suprovat Family is here to invigorate.

বাংলাদেশ
ইশরাত বিনতে শরীফ

তুমি আমার জন্মভূমি
প্রিয় বাংলাদেশ,
রুপে গুণে দেশটি সেরা
আমরা আছি বেশ।

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
প্রথম শেখা বুলি,
স্বপ্ন বুনি মনে হাজার
দিয়ে রঙ তুলি।

ভালোবাসি প্রিয় স্বদেশ
গাহি দেশের গান,
জন্মভূমি তোমার প্রতি
তাইতো এত টান।

দেশবিরোধী নেতা যখন
লুটেপুটে খায়,
রক্ত আমার গরম হয়ে
মাথায় উঠে যায়।

রক্ত দিয়ে কেনা এ দেশ
অনেক বেশি দামী
ভালোবাসি তোমায় কত
জানে অন্তর্যামী।

সর্ষে ফুল
মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

চোখ জুড়ানো দৃশ্য দারুণ
হলুদ সর্ষে ফুল,
দিগন্ত মাঠ ভরে আছে
হয় না যার তুল।

ছুটছে অলি ভনভনিয়ে
বসছে ফুলের পর,
প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়
দৃশ্য মনোহর।

মাঠের পরে মাঠ সেজেছে
সর্ষে ফুলে দেশ,
সে যে আমার রূপের বাংলা
নেইকো যার শেষ।

মন কেড়ে নেয় দুপুর বেলা
সর্ষে ক্ষেতের ডাক,
মৌমাছিরা ফুলের ঘ্রাণে
আনন্দে বাক বাক।

এক পৃথিবী কষ্টের লাল
মমিনুল ইসলাম মমিন

অভিমানীর চোখ যেনো সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
মনে ভয়, কখন জানি বিস্ফরিত হয়!
তাই কবিতাকে দিয়েছি কিয়ৎকালীন নির্বাসন:
কলমের ডগায় আগত পংক্তিগুলো গোপনে
করেছি আড়াল।

তুলোধুনার ভয়ে কানে তুলো গুঁজে রেখেছি
অভিমানীর সর্বাঙ্গে এক পৃথিবী কষ্টের লাল
ঠোঁট গলে বেরোচ্ছে আগুনের গোলা
মগজে গ্যালন গ্যালন পানি ঢেলে
ঠাণ্ডা মেজাজে গিলছি
একের পর এক অখাদ্য
সে ধরেই নিয়েছে কবিতা তার সতীন।

মাকাল ফল
রুশো আরভি নয়ন

মানুষগুলো পণ্য হলো পাচ্ছি নিত্য খোঁজ,
টাকার কাছে হচ্ছে নত যাচ্ছে বিকে রোজ।
মধুর বুলি বলছে তারাই অন্তরে রেখে বিষ,
আগুন মুখে দিচ্ছে ঠেলে দিচ্ছে বসে শিস।

লাগামছাড়া তেল দিচ্ছে বাড়াতে বাজার দাম,
চোখ থাকতেও অন্ধ তারা আয়েশে তুলছে হাম।
ওপরে রাঙা ভেতর কালো আস্ত মাকাল ফল,
মনুষ্যত্বহীন মানুষ এরাই নর্দমার ওই জল।

হেমন্তের গোধূলি
মশিউর রহমান

হেমন্তের গোধূলি নামে ধূসর নীল আকাশে
বর্ণিল মেঘ হাতছানি দেয় হিম শুষ্কতার পরশে,
পথের ধারে ধূলায় মলিন গাছপাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
অতিথি পাখিরা উড়ে যায় মাথার উপর দিয়ে।

হেমন্তের সন্ধ্যা নামে পাখির ডাকে বাঁশ বাগানে
কৃষক-কৃষাণী ধান মাড়াই ব্যস্ত বাড়ির উঠানে,
ধীর লয়ে হেঁটে যায় মুসল্লীরা আজানের সুরে সুরে
কানে ভাসে শঙ্খধ্বনি এই গাঁয়েরই অন্যধারে।
ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা ছেড়ে বাড়ি আসে ফিরে
কেউ কেউ হেঁটে যায় পাড়ার মোড়ের বাজারে।

হেমন্তের সন্ধ্যায় নানা রং-এর ভাবনায় মন ভাসে
কার জন্যে কিসের জন্যে ভাবনার নাই কোন দিশে।

হেমন্ত
মো. রাজিব হুমায়ুন

হিম হিম অনুভব হেমন্ত ঘিরে,
শিশিরের কণা যেন প্রাণ পেল ফিরে।
শীতের বাহন হয়ে আগমনী সুর,
নবান্ন উৎসবে হাসি সুমধুর।

সবুজ-হলুদ মিলে প্রকৃতির সাজ,
সোনা রোদে ধান কাটা কৃষকের কাজ।
ভ্রমরের ছোটাছুটি প্রাতঃকাল হলে,
শাপলার সমারোহ খাল-বিল জলে।

ধূসর গোধূলী নামে কুয়াশায় ঢেকে,
ঘাসফুল জেগে উঠে নিশাজল মেখে।
খোলা আকাশের মাঝে রঙ নীল নীল,
হেমন্ত মনে যেন এক গাঙচিল।

শরৎ ঋতু ও বাংলাদেশ
পবিত্র মহন্ত জীবন

নীল চাদরে শরৎ সকাল কাচা রোদে মাখা
মন বাগিচা উড়তে দেখি শরত ঋতুর পাখা।
নীল চাদরে আকাশ ঢাকা শূন্য খোলা হাট
দিকদিগন্ত ঊষা আলো ছড়ায় রূপের মাঠ।
কচিপাতার ডগায় পড়ে শিশিরবিন্দু কণা-
পাকাধানে শীষে যেন আগলে রাখে মনা।
নীল শরতের তিস্তা নদী শুকিয়ে গেছে তালু
ভুঁইকুমড়ো, মটরশুঁটি ফলছে ভীষণ আলু।
শরৎকালে ফুরফুরে ওই কাশফুলেরা হাসে
নীল চাদরে ঋতু রাজা আমাদের এই দেশে।
রূপে গুণে যেন এদেশ দেখতে সুন্দর বেশ
ছয় ঋতু রাজা আমাদের এই বাংলাদেশ।

দিরিলিস আরতুগ্রুল

০১

উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পেছনে আরতুগরুল গাজির দূরদৃষ্টিসম্পন্নতা এবং তার বীরত্বগাথা জীবনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম । এজন্য তিনি মানিত উসমানি সাম্রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে এবং আজকের মতাে আগামীতেও তিনি বেঁচে থাকবেন দেশ – বিদেশের বিভিন্ন স্থান ও স্থাপনায় — স্মৃতির আল্পনা হয়ে।

আরতুগরুল সমাধি

বর্তমান সুগুত শহরের বাইরে আরতুগরুলের কবর । কবরের ওপর রয়েছে একটি সমাধি । পাশাপাশি একটি গম্বুজ ও মসজিদও রয়েছে । এটি বর্তমানে একটি মাজার বা দরগায় পরিণত হয়েছে । দেশ – বিদেশের অনেক পর্যটক এই মাজার জিয়ারত করতে আসেন । এই কবরটি নির্মাণ করেন উসমান গাজি ; পিতার স্মৃতিকে জীবন্ত করে রাখতে তিনি এ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি কবরকে খালোমেলা রাখেন । সমাধি , গম্বুজ ও মসজিদ নির্মাণ করেন সুলতান প্রথম মুহাম্মদ । ১৭৫৭ সালে সুলতান তৃতীয় মুস্তফা মাজারের পুনর্নির্মাণ করেন । আর ১৮৮৬ সালে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ এটিতে আবারও করেন পুনর্নির্মাণের কাজ ।

রণতরী আরতুগরুল

১৮৫৪ সালে উসমানি সুলতান প্রথম আবদুল আজিজ আরতুগরুলের নামে একটি ফ্রিগ্যাট বা রণতরী নির্মাণের আদেশ দেন । উসমান গাজির পিতার নাম স্মরণীয় করে রাখতে ইস্তাম্বুলের গাল্ডেন হর্নের উসমানি সামরিক অস্ত্রাগারে কাঠ দিয়ে নির্মাণ করা হয় রণতরীটি ।

১৮৬৩ সালের ১৯ অক্টোবর সুলতানের উপস্থিতিতে এটি উদ্বোধন করা হয় । ১৮৮৯ সালের ৬ এপ্রিল উসমানি খেলাফতের নৌ – মন্ত্রণালয় ইস্তাম্বুল থেকে জাপানে কূটনৈতিক সফরের জন্য আলি উসমান বেগকে জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবে নিযুক্ত করেন । তিনি ছিলেন নৌ – বিদ্যায় পারদর্শী এবং একাধিক ভিন্ন ভাষায় যাগ্যেতার অধিকারী ।

এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের পক্ষ থেকে জাপানের সাথে বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক স্থাপন করা । পাশাপাশি ভারত মহাসাগরে উসমানি পতাকা প্রদর্শন করা । তত দিনে রণতরী আরতুগরুলের বয়স পঁচিশ পেরিয়ে গিয়েছিল এবং তাতে দেখা দিয়েছিল ভগ্নদশা । জাপান অভিমুখে যাত্রা করার আগে ইস্তাম্বুলে রণতরীর মেরামত করা হয় এবং অনেক পুরনাে জীর্ণ কাঠ পাল্টিয়ে নতুন কাঠ লাগানাে হয় ।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ১৮৯০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কূটনৈতিক সফর শেষে ফেরার পথে মওসুমি জলবায়ুর কবলে পড়ে তারা । ঝড়ের আঘাতে রণতরী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে । মাল্লা ও নাবিকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও জাহাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি । এভাবে চার দিন সমুদ্রে ভেসে বেড়িয়ে অবশেষে উপকূলে এসে প্রকাণ্ড পাথরের সাথে ধাক্কা খায় এবং অথই জলরাশিতে ডুবে যায় স্মৃতির রণতরী আরতুগরুল ! এতে করে পাঁচশ তেত্রিশ জন মাল্লা ডুবে মারা যান । এদের মধ্যে পঞ্চাশ জনের মতাে ছিলেন ক্যাপ্টেন ।

মারা যান জাহাজের অ্যাডমিরাল আলি উসমান বেগ । মাত্র তেষট্টি জন মাল্লা এবং ছয়জন ক্যাপ্টেন জীবন নিয়ে বাঁচেন । এদেরকে দুটি জাপানি রণতরী উদ্ধার করে ইস্তাম্বুল পৌঁছে দেয় । নিহতদের স্মরণে দক্ষিণ তুরস্কের মারসিন এবং জাপানের কুশিমতাে শহরে ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয় । ২০০৭ সালের ৪ জানুয়ারি সমুদ্রের তলদেশ হতে আরতুগরুল রণতরীর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করার কাজ শুরু হয় এবং ২০০৮ সালে ২৮ জানুয়ারি সমুদ্রের তলদেশে রণতরীর বিশেষ অস্ত্রাগারের গুদামঘরে পৌঁছে একটি অনুসন্ধানী দল । তারা কিছু গালোবারুদ , সামুদ্রিক মাইন , বামো ও গুলি উদ্ধার করে জাপানের কুশিমতাে নৌবন্দরে নিয়ে আসে ।

সেখানে জাপানের মেরামত – প্রকৌশলী , পুলিশ , সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী এগুলারে যাচাই বাছাই করেন । এরপর সেগুলাে জাপানের আরতুগরুল গবেষণাগারে সংরক্ষিত রাখা হয় । এরপর তুরস্ক ও জাপান রণতরী আরতুগরুলের কাহিনি – সম্বলিত একটি ড্রামা সিরিয়াল নির্মাণের ওপর একমত পাষেণ করে এবং কিছু দিন পরই কার্যত ‘ আরতুগরুল ১৮৯০ ‘ নামে একটি ড্রামা সিরিয়াল প্রদর্শন করানাে হয় । সিরিয়ালটি অনেক প্রশংসা কুড়ায় এবং জাপানি একাডেমি থেকে পুরস্কার লাভ করে।

আরতুগরুল মসজিদ, ইস্তাম্বুল

১৮৮৭ সালে উসমানি সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তুরস্কের ইস্তাম্বুলের বেশিকতাশ এলাকার ইলদিজ মহল্লায় আরতুগরুল নামে একটি জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন । মসজিদের সাথে একটি মেহমানখানা , খানকা , মাজার, ফোয়ারা , লাইব্রেরি ও প্রশস্ত আঙিনা নির্মাণ করেন । ১৯২৫ সালে কামাল পাশার শাসনামলে মসজিদ ও খানকা ভেঙে ফেলা হয় । আর মেহমানখানাকে রূপান্তরিত করা হয় প্রাথমিক স্কুলে । পরবর্তীকালে ২০০৮ সালে তুর্কি প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুলের আমলে এসব পুরনাে স্থাপনার পুনর্নির্মাণের কাজ করা হয় এবং মসজিদ ও মাজারের উদ্বোধন করা হয় ।

আরতুগরুল মসজিদ , তুর্কমেনিস্তান ।

আরতুগরুলের সম্মানার্থে তুর্কমেনিস্তানের আশখাবাদ শহরে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয় । ১৯৯০ সালে তুর্কমেনিস্তান সাভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মুক্তি লাভ করার পর নিজ দেশে ইসলামি পুনর্জাগরণের জন্য যখন পদক্ষেপ গ্রহণ করে , তখন সে ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে পুনর্নির্মাণ করা হয় অনেক মসজিদ ; সে সময় আরতুগরুল জামে মসজিদেরও পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

কমিউনিস্ট বলশেভিকরা এসব মসজিদ ধুলিস্যাত করে দিয়েছিল। পুনর্নির্মাণ শেষ হওয়ার পর ১৯৯৮ সালে পুনরায় আরতুগরুল জামে মসজিদের উদ্বোধন করা হয় ।

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
- ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস
Darwich Quality Meats
We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani
Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.
রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603
Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- 2 KG Beef Curry $17
- 2 KG Lamb/Goat Curry $ 25
- 3 Chicken (size 9-10) $15
- 5 KG Nuggets/Burger $50

AUS BEST

MECHANICAL & TYRE SERVICES

0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172

442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Suprovat Sydney Copy Right Protected

MAHMUD DISTRIBUTORS

Unit 4, 2 Heald Road, Ingleburn New South Wales 2565 ফোন: (02) 8750 4588, সময়: সকাল ১০টা -রাত ৮টা

বাংলাদেশী মালিকানায় বৃহৎ ওয়ার হাউস

গ্লেনফিল্ডে আমাদের নতুন দোকান
Shop 2/70 Railway Parade,
Glenfield, NSW 2167

রকমারি পাইকারি গ্রোসারিজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Winstar global pty Ltd

Suprovat Sydney Copy Right Protected

এখানে একদিন নদী ছিল
আহমদ রাজু

যদি এইখানে পালতোলা নৌকা এসে ভিড়তো
যদি স্টেশন ঘাট ছিল ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়
যদি এই ঘাট থেকেই একদিন কলকাতা গিয়েছিলেন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-
তবে সেই বুড়ি ভৈরব নদীটা
কোন কুটিল চক্রের কালো থাবায়
খাল হয়ে গেল??

স্টীমার চলতো যার বুকে কোন একদিন
যার হৃদয় জুড়ে গড়ে উঠেছিল জঙ্গলবাঁধাল গ্রাম
যার স্মৃতির অন্দরে লেখা আছে স্বাধীনতার ভাষা
যার মমতায় জড়ানো স্বচ্ছ জলে প্রাণ ফিরে পেতো
বেগবান মজলিস
সে কিনা প্রতিনিয়ত ধর্ষিত হচ্ছে
ক্ষত-বিক্ষত করে তুলেছে তার বুকের মাটি!
দাড়ি নেই- কমা নেই-ভাষা নেই- অস্তিত্ব নেই
সে যে কাগজ কলমে নিয়েছে ফাঁসি।

আজ আর খাল নেই, নদী নেই, জোয়ার-ভাটাও নেই
কতকগুলো মানুষরূপী হিংস্র কৃমির
পরিবর্তিত করেছে দলিলের আখর।

হে বুড়ি ভৈরব নদী, নির্লিপ্ত নিঃশ্বাসে
ঝরা পাতার সাথে তুমি পালিয়ে যাও;
একবিংশ শতাব্দীর নিয়ন সভ্যতা
তোমাকে বাঁচতে দেবে না।
তুমি পালাও- পালিয়ে বাঁচো
আমরা যেভাবে বেঁচে আছি।

মায়ের অপেক্ষা
বিল্লাল মাহমুদ মানিক

সেই যে কবে যুদ্ধে গেল খোকা
যুদ্ধ শেষে বিজয় এলেও ঘরে,
ফেরেনি আর সবার প্রিয় খোকা
মায়ের চোখে অশ্রু আজও ঝরে।

মায়ের ছেলে মিশে আছে ঘাসে
মিশে আছে লাল-সবুজের বুকে,
তবুও মা অপেক্ষাতে থাকে
আসলে খোকা ফুটবে হাসি মুখে।

রক্তের প্রয়োজনে সবাই ধর্মহীন
বাদল রায় স্বাধীন

নিজের ধর্ম নয়রে শুধু, অন্য ধর্মও ভালো,
সকল ধর্মে বলে মানুষ, সঠিক পথে চলো।
ধর্মান্ধরায় শুধু শুধু, অন্যের কুৎসা রটে,
ধর্ম কেনো খোঁজেনা যখন, রক্তের দরকার ঘটে।

সবাই বলে ও পজেটিভ, এ নেগেটিভ দাও,
তখন সবার প্রাণটা মুখ্য, ধর্ম থাকে ফাও।
হিন্দু না মুসলিমের রক্ত, জিজ্ঞাসে কোন জন,
খ্রীষ্টান নাকি কালো সাদা, ভাবেনা তখন।

বাস- স্টিমার, বিমানের, যাত্রী যখন হই,
তখন কেন প্রশ্ন হয়না, হিন্দু মুসলিম নই?
ঝড়, তুফান আর আগুনে, সবাই কেন মরে,
হিন্দু মুসলিম সবার কেন, বয়সে দাঁত পড়ে?

ধর্মে সবাই মানবিক হয়, ভালো থাকে তাতে,
ধর্মহীনও জীবন কাটায়, থাকে দুধে ভাতে।
রক্তের সংকট পড়লে সবাই, ধর্ম ভুলে যাই,
বাকি সময় ধর্ম নিয়ে, ঝগড়া বিবাদ বাড়াই।

স্বাধীন জাতি
গোলাম আযম

বিজয় আমার লাল সবুজের
পতাকারই হাসি,
জন্মভূমি বাংলা আমার
তোমায় ভালোবাসি।

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে
পেলাম স্বাধীনতা,
ছিনিয়ে আনছি ওই পতাকা
উঁচু করে মাথা।

বিশ্বের বুকে আমরা হলাম
মুক্ত-স্বাধীন জাতি,
ডিসেম্বরে ষোলই তারিখ
জয় উল্লাসে মাতি।

অতিথি পাখি
বিচিত্র কুমার

হাজার মাইল পথ পেরিয়ে
এসেছে অতিথি পাখি,
নদী-নালা খাল-বিলে
জুড়াই দু'আঁখি।

ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির সারি
নীল আকাশ উড়ে,
ইচ্ছে হলেই ছুটে তারা
আবার অনেক দূরে।

অতিথি পাখির কোলাহলে
সাজে নব প্রকৃতি,
জলাশয়ে বৃদ্ধি পায়
নতুন নতুন অতিথি।

মনের সুখে গায় পাখি
কিচিরমিচির গান,
দুষ্টুলোকে ফন্দি করে
নেয় তাদের প্রাণ।

কর্মদূষণ
হাফিজুর রহমান

মনের ভিতরে তীব্র ক্ষোভ
লাভ হয় না করে বিক্ষোভ
শোষণ হলে হাতিয়ার;
নিয়ম নীতি কাগজ কলমে
খাঁটি মেধা আটকে জ্যামে
ভিন্নরূপ যে মাফিয়ার।

যাক না ধর্ম কর্মে রসাতলে
বাঁচতে ছলে বলে কৌশলে
নেই বিচার বিবেচনা;
ভাব ভালোবাসা স্বার্থের সবে
কামড়ে- ছিঁড়ে চিবিয়ে খাবে
রাজত্বের করে আরাধনা।

অনেক দোষের দুষ্ট মানুষ
ভেজাল ভোজে মত্ত বেহুঁশ
দেহে বিষাক্তের ছাপ;
সর্প-দংশনে আর মানুষ নয়
অনেক দূরের নয় সে সময়
বিকারে মরবে সাপ।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

দাগ

রঞ্জিত মল্লিক

কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা ফলের দোকানে এল রিনি। কিছু ফল কিনবে ঠাকুরের জন্য। পছন্দমতো কিছু ফল কিনে স্কুটির পাশে আসতেই একটা বাচ্চা মেয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল। গায়ের রঙ কালো, রুগ্ন চেহারা, মাথায় রুক্ষ চুল, পরণে ময়লা ছেঁড়া কাপড়। রিনিকে বলল, “পাঁচটা টাকা দাও না গো দিদি! কাল থেকে কিছু খাইনি।"

রিনি ব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার একটি কয়েন বের করে মেয়েটির হাতে দিতেই মেয়েটি হাত বাড়িয়ে নিল। আর সেই সময় রিনি লক্ষ্য করল, মেয়েটির রুগ্ন হাতে ঝলমল করছে উল্কিতে লেখা নাম "রাani” মানে "রাণী"। রিনির "R”, অনিকেতের "ani”। বাংলা, ইংলিশ দুই অক্ষর মিলে মিশে তৈরী হয়েছিল।

নামটা দেখেই রিনির বুকটা ধড়াস করে উঠল। মেয়েটিকে আর দেখা যায়নি। টাকা নিয়েই চলে গেছে। মেয়েটি ওর বিশেষ পরিচিত বলেই মনে হল। হাতের উল্কি সেটাই প্রমাণ করে। চোখ দুটো যেন কত কালের চেনা। বাড়িতে এসেই অনিকেতকে ফোনে ধরল। ও অফিসের কাজে ব্যস্ত। ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। মিটিং চলছে। সপ্তাহ শেষ হতে এখনও দু’তিন দিন বাকি। অনিকেত সপ্তাহে একবার করে আসে। তবে কাজের গতি বুঝে। অনেক সময় শনি, রবিবার অফিস করতে হয়।

মেয়েটির চিন্তায় সারা রাত ঘুম হয়নি। কোন কিছু ভাল লাগছে না। রাতে কিছু খাবে না ঠিক করেছে। শ্বাশুড়ির গলা শুনল, “বৌমা, শরীর খারাপ না কি?”

“হ্যাঁ মা, আজ শরীরটা ভাল নেই।"

“কেন কি হয়েছে? ডাক্তার ডাকব?”

“না, তেমন কিছু নয়। একটু ঘুমালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

শ্বাশুড়িমা’র মুখে ডাক্তারের কথা শুনে রিনির আর এক ডাক্তারের কথা সব কিছু মনে পড়ে গেল। রাতে ঘুম আসছে না ঠিকমত। ডাক্তারের ঠিকানাটাও নেই। তবে উনার নার্সিং হোমে গেলে উনার খোঁজ পেতে পারে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই শ্বাশুড়িমাকে এক অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডাক্তারের খোঁজে।

তিনদিন কেটে গেছে। রিনি বুধবার সকালে ডাক্তারের খোঁজে বেরিয়ে তারপর ঘরে এসে দুপুরে আর একবার বেরিয়ে সেই যে গেল আর ফেরেনি। অনিকেত এই সপ্তাহে বাড়ি আসেনি। কাজের চাপ। শ্বাশুড়িমা’ও বেশ চিন্তিত। তবে পুলিশে ডায়েরী করার কথাটা মাথায় আসেনি। এর আগেও একবার এই রকম করেছিল। সেবার চারদিন পরে ফিরেছিল। তখন অনিকেতের সাথে মনোমালিন্য ছিল।

চারদিন পরে রিনি ফিরল। রিনির সাথে পুলিশের বড় অফিসার আছেন। আর কিছু ফোর্স সিভিল ড্রেসে। অনিকেত সব শুনে দুদিন আগেই অফিস থেকে ফিরে এসেছে। ও বেশ চিন্তিত। অনিকেত কিছু বলার আগেই পুলিশ অফিসার নিজের পরিচয় দিয়ে অনিকেতকে অ্যারেষ্ট করল। শ্বাশুড়িমা সব দেখে প্রায় জ্ঞান হারাবার উপক্রম। পাড়া প্রতিবেশীরাও বেশ ঘাবড়ে গেছে। রিনির এই ধরণের কাণ্ড কারখানা দেখে। কি এমন ঘটল যে বাড়িতে পুলিশ ডাকতে হল।

কেসটা চলতে আটটা বছর লাগল। কেসে অনিকেতের দোষ প্রমাণিত হয়েছে। ও এখন জেলে আছে।

ইতিমধ্যে রাণীও অনেক বড় হয়েছে। ও এখন আর ভিক্ষা করে না। রীতিমত পড়াশোনা করে। রাণীর উল্কির দাগটা হয়ত একদিন প্লাস্টিক সার্জারি করে মুছে যেতেও পারে, কিন্তু অনিকেতের অপরাধ সমাজে যে ক্ষত সৃষ্টি করল; সেই দাগ কোনোদিন মুছবে না।

অনিকেত একজন গাইনোকোলজিস্ট। ওর বন্ধুর নার্সিং হোম আছে। সেখানে ও পরিষেবা দিত। ঐ নার্সিং হোমে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে এক চক্র কাজ করত। যদি ফিমেল চাইল্ড হত, জন্মদান করার পর তাদেরকে একটু বড় করে বিক্রি করে দেওয়া হত এক শ্রেণীর দালালের কাছে। মাঝে মাঝে মেল চাইল্ডকেও বিক্রি করা হত। একটু বড় হবার পর। আর এই সমস্ত চক্রের মূল পাণ্ডা ছিল অনিকেত।

দালালরা ঐ সব বাচ্চাকে দিয়ে ভিক্ষা করাত। আর নানান অবৈধ কাজ করাত। যেমন চুরি, পকেটমারি। ঐ সব দুঃস্থ বাচ্চাদের কিডনিও বিক্রি করা হত। কিডনি চক্রের মূল পাণ্ডার সাথে অনিকেতের যোগাযোগ ছিল। সেখান থেকে ভাল কমিশন আদায় করত। বন্ধুর নার্সিং হোমে গোপণে চলত কিডনি সংক্রান্ত অবৈধ কাজ কারবার। পুলিশ প্রশাসনের আড়ালেই চলত এই সমস্ত কারবার।

আর অনেক পরিবার ফিমেল চাইল্ড নিতে চাইত না। তাদের কাছে পুত্র সন্তান মানে পরিবারের বংশ রক্ষায় ছিল শেষ কথা। নার্সিং হোমের সাথে পরিবারের প্রধান কর্তা বা কর্তাদের একটা গোপণ যোগাযোগ থাকত। মেয়ে বাচ্চা জন্মানোর সাথে সাথেই পরিবারকে জানানো হলে, পরিবারের প্রধান কর্তা ব্যক্তিরা এটা বলেই পরিবারকে সান্ত্বনা দিতেন যে, তাদের বাচ্চা ডেলিভারীর সময় মারা গেছে।

রাণী খুব মিষ্টি একটা বাচ্চা ছিল। যেটা অনিকেতের ভীষণ প্রিয় ছিল। বাচ্চাগুলো একটা আশ্রমে রেখে বড় করা হত। অনিকেত রাণীকে দত্তক নিতে চেয়েছিল। কারণ রিনির মা হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিপদ হতে পারে বুঝে দত্তক নেয়নি। কিন্তু এক ডাক্তার কেন জানিনা ওদের দুজনের নামের আদলে বাচ্চাটার নাম রেখেছিল রাণী। তিনি উল্কিও করেছিলেন।

অনিকেত রাণীকে ভীষণ ভালবাসত। মাঝে মাঝে ওর জন্যে খাবার এনে খাওয়াত। জামা কাপড় কিনে দিত।

ঐ ডাক্তারই সব জানত। রিনি ধীরে ধীরে সব প্রমাণ জোগাড় করে ঐ ডাক্তার আর অনিকেতকে ধরিয়ে দেয়। রিনির এই দুঃসাহসিক কাজে ওকে ওর কাকা খুব সাহায্য করেন। কাকা ক্রাইম ব্রাঞ্চের একজন অফিসার ছিলেন।

অনিকেত আর রিনির সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরে অনিকেত অন্য অনেক মেয়ে, নার্সের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। ওরা অনিকেতকে টাকার জন্যে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। তাছাড়া অনিকেতের নিজেরও টাকার প্রতি একটা আলাদা মোহ ছিল। ও রেস আর জুয়োতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। তারপর ধীরে ধীরে ওর অধঃপতন হতে শুরু করে। রাণীর উল্কিটাই জোরাল প্রমাণ হিসেবে কাজ করল।

রাণী এখন রিনির কাছেই থাকে। ক্লাস নাইনে পড়ছে। রাণী রিনিকে "মা" বলে ডাকে। দুটোতে বেশ জমেছে। রাণীকে পেয়ে রিনি পুরানো অতীত ভুলে জীবনটা নতুন করে শুরু করেছে। মা-মেয়ের হাসি ঠাট্টাতে বাড়িটা নতুন করে ঝলমল করে উঠছে।

স্রষ্টার করুণা

এম. আবু বকর সিদ্দিক

কে দিয়েছে সবজি ক্ষেতে
শিশির কণা আনি?
কে দিয়েছে খেঁজুর গাছে
মিষ্টি মধুর পানি?

কার দয়াতে ফসল ক্ষেতে
নাচে সোনার ধান?
মাঠ ভরা ওই সোনালী ধান
জুড়ায় চাষীর প্রাণ।

কার করুণায় কবির মেধায়
জমে এতো ছন্দ?
বর্ণমালায় শিল্প মেখে
ওড়ায় ফুলের গন্ধ।

যার করুণায় শীতের আমেজ
পিঠা পায়েস পুলি,
মন রে আমার তাকে আবার
যেও নাকো ভুলি।

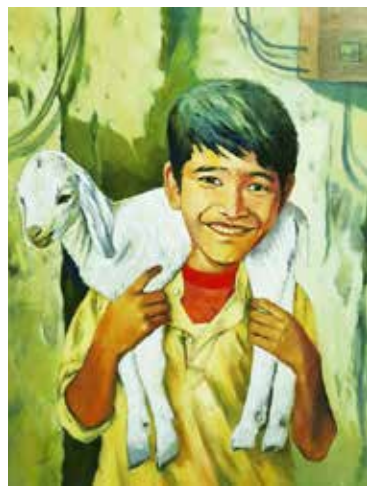

গাঁয়ের ছেলে

রাজীব হাসান

বোঝা মাথায় কুজো হয়ে
গাঁয়ের কৃষক ছেলে,
হাঁটছে দেখো সারি বেঁধে
সব পায়ে পা ফেলে।

ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে
আঁকড়ে ধরে হাতে,
পায়ে পায়ে চলতে চলতে
গান ধরেছে সাথে।

ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে
আসে যখন বাড়ি,
ঝাড়ু হাতে ধান গোছাতে
ব্যস্ত ঘরের নারী।

ধান ঝেড়ে রোদে শুকিয়ে
ঘরে এনে তুলি,
দিনের শেষে নতুন চালের
হবে পিঠা পুলি।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, January-2022
Year-14
28

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

CONGRATULATIONS ON YOUR WIN IN THE CURRENT ELECTION

Councillor Dr Sabrin Farooqui
City of Cumberland

Councillor Muhamad Ibrahim Khalil Masud
City of Campbelltown

Councillor Shibli Chowdhury
Dabbo Regional Council

Councillor Suman Saha
City of Cumberland

Councillor Ahmed H. Zilani
City of Mandurah

Councillor Masood Chowdhury
City of Campbelltown

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, January-2022
Year-14
30

সবুজের সন্ধানে

রাণা চ্যাটার্জী

"...ও দাদু জানো, আজও ওই পাগলটা বাগানের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! প্রায় দিন বেড়ার কাছ ঘেঁষে গাছগুলোকে হাত বুলিয়ে এমন আদর করবে সত্যি ওটা একটা মস্ত পাগল!" বলতে গিয়ে ফিক করে হেসে ফেললো নাতি ভোম্বল।
খুব মন দিয়ে গাছের শুকনো পাতাগুলো কাঁচিতে কাটছিলেন এ তল্লাটে গাছ দাদু নামে পরিচিত বটুক বাবু। ঘাড় তুলে শাসন করার ভঙ্গিতে "ও আবার কি কথা, পাগল বলে কাউকে ডাকতে আছে নাকি, কাকু বলতে হয় না" -ধমকে ওঠেন। "সে যাক গে, এদিকে চারাগাছগুলো বিক্রির জন্য তৈরি করে রেখেছি, অল্প করে জল দিও কেমন দাদুভাই।"

গ্রামের একপ্রান্তে যে ডিংলা খাল বয়ে চলেছে, সেখানে গাছ পাগল বটুক বাবু বয়সের শেষে এসে মনের মত ছোট্ট চারাগাছের নার্সারি করেছেন। এমনিতেই জায়গাটা ছিল গাছপালা জঙ্গল পরিপূর্ণ। প্রতিবছর কতরকমের পরিযায়ী পাখিদের আগমনে আরও সুন্দর হয় ওদিকটা। সেখানে যেটুকু চাষের জমি ছিল অর্ধেক অংশে ধান চাষ আর বাকিটায় মনের মতো বাগান বানানোর স্বপ্নে বিভোর হলেন বয়স্ক মানুষটি। এভাবেই দিব্যি কাটে তার অবসর জীবন। কয়েক বছরেই অক্লান্ত পরিশ্রমে গাছের চারা, বীজসহ নানান ফলের গাছ, উন্নত প্রজাতির ফুল, দামি গাছপালাতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে বটুক বাবুর সাধের বাগান। একমাত্র কন্যাসন্তান চামেলীকে একটা ভালো সম্বন্ধ পেয়ে শহরে ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনভাবে আছড়ে পড়বে কে ভেবেছিলো! ফুসফুসে চরম শ্বাসকষ্ট নিয়ে মেয়েটা নাজেহাল হলে বাঁচাতে পারেনি ডাক্তাররা। কলকাতাসহ বড়ো শহরগুলোতে যেভাবে পাল্লা দিয়ে দূষণ বাড়ছে আর রোগের আক্রমন, ভেবে কষ্ট হয় অকালে কন্যা হারানো বাবার। না জানি আগামীতে কি যে ভয়ংকর দিন আসছে যেখানে সামান্য অক্সিজেনের চরম আকালে সকলকে পিঠে না অক্সিজেন সিলিণ্ডার বেঁধে ঘুরতে হয়! কষ্ট ভুলতে আরও বেশি বেশি গাছ নিয়ে বাঁচার ও আগামী প্রজন্মকে বাঁচানোর তাগিদ অনুভব করেন এই সকলের পরিচিত গাছ দাদু।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শোককে বিদায় জানিয়ে জামাই নতুন বউ ঘরে তুললে বটুক বাবু সাধের নাতি ভোম্বলকে নিজের কাছে গ্রামে নিয়ে আসেন। থাকতে হবে না ওখানে, যেখানে অস্তিত্ব সংকট, যে পরিবেশ একমাত্র কন্যাকে শেষ করেছে কিভাবে বাঁচবে ছোট চারা গাছ শিশু নাতি! তখন থেকেই দাদুর আদরের নাতি ভোম্বল দাদুর সহকারি।
"ও দাদু তুমি রাগ করছো আমার কথাতে কিন্তু কাকুটা সত্যি পাগল বুঝলে! তুমি যখন গাছের যত্ন নাও হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।"
একদিন দাদুর আদেশে ভোম্বল ওকে ডাকতেই রীতিমতো ভয়ে দৌঁড়ে পা চালিয়ে লোকটা গায়েব! একদিন আড়াল থেকে খপ করে ওকে ধরে বটুক বাবু ঘাবড়ে দেন। কাঁচুমাচু হয়ে কেঁদে ফেলতেই ওকে থামিয়ে, দুটো ফলের গাছ দিতেই খুব খুশি সে। এরপরেও মাঝেমাঝে আসতো, দাদুর গাছ উপহার পেলে চোখগুলো খুশিতে জ্বলজ্বল করত। কতবার ওকে বটুক বাবু বলেছে এখানে আমার সঙ্গে থেকে গাছেদের বড়ো করো, ওদের বন্ধু বানাও; কিন্তু সে কি বুঝেছে কে জানে! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আবার চলেও গেছে। এইভাবেই খেয়াল খুশি মতো আসে, বসে কখনো গাছ পেলে খুশিতে ডগমগ হয়, এভাবেই চলছিল।

"ও মা আমাদের ক্ষ্যাপার কাণ্ড দেখেছো, এক এক করে গাছ কোথা থেকে আনছে আর পুরো উঠোন জুড়ে ইতিমধ্যে কত ফলের গাছ লাগিয়েছে!" মা মঞ্জুদেবী জানেন তার পাগল, বোবা ছেলেটার গাছের প্রতি ভালোবাসা আজ নতুন নয়। ছোট বয়েসে বাচ্চারা যখন কত কি খেলাধূলা করতো মায়ের কোলের ক্ষ্যাপা তখন থেকেই কোনো গাছ দেখলেই তাদের যত্নে লেগে পড়তো। বড়ো হওয়ার সাথে সাথে তার গাছের প্রতি টান ক্রমশ বাড়তেই থাকে। প্রতিবছর বিডিও অফিস থেকে কত যে গাছ এনে গ্রামের রাস্তার ধারে ধারে লাগিয়েছে বেচারা বোবা ছেলেটা! কোনো গাছ যদি কোনো কারণে শুকিয়ে বা মরে যেতো, দুঃখে বড্ড বেসামাল হয়ে পড়তো সকলের পরিচিত ক্ষ্যাপা। পরপর তিন বছর সবুজে ঘেরা এই গ্রাম "নির্মল-সবুজায়ন পুরস্কার" জিতেছে যার পেছনে এই ক্ষ্যাপার যে কি বিশাল কৃতিত্ব তা মোটামুটি সবাই জানে।
কয়েক বছর হল গাছ দাদু মারা গেছেন। খাল সম্প্রসারণ হওয়ায় তার সাধের বাগানে কোপ পড়ায় সেটাও নেই। নাতি বিয়ে করে এখানে তবু অভাবে ধুঁকছে তার পরিবার! একমাত্র সম্বল ও ভরসা ছিল দাদু দিদাসহ আয়ের উৎস নার্সারি, সেটাও নেই! মা মরা ছেলেটার হতশ্রী দশা আজকাল! কোনরকমে ভিক্ষাবৃত্তি করে দিন কাটায়। রাস্তায় ক্ষ্যাপা সেদিনের ছোট্ট ভোম্বলকে দেখে ঠিক চিনতে পেরেছে! ওর দুর্ভাগ্য দেখে চোখ ভিজে যায় ক্ষ্যাপার! গাছ দাদুর দেওয়া গাছগুলো এখনো ফলনসহ আলো করে আছে তাদের উঠান। হাতে নেড়ে বোবা ইশারায় দাঁড় করিয়ে ভিখারি ভোম্বলকে একটা ব্যাগ ধরিয়ে দিলো ক্ষ্যাপা। স্বার্থপর দুনিয়ায় যেখানে কেউ কাউকে দেখে না, দুর্দশা দেখলে এড়িয়ে চলে; সেখানে পাকা আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ভর্তি ব্যাগ পেয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ভোম্বল! ক্ষ্যাপাও তার নিষ্পাপ চাহনিতে বুঝিয়ে দিলো মানুষ তো নিমিত্ত মাত্র, গাছই হলো সেরা প্রকৃত বন্ধু, মানবিকতার সেরা বন্ধন।

সময় এবং তুমি

আবদুল বাতেন

সময় বহিয়া যায়, যাক-
সময় কী দাঁড়িয়ে থাকবে কিস্তি না পাওয়া এনজিও কর্মীর মতো
একপায়ে খাড়া কানাবকের মতো
নাকি নাছোড় ভিখিরি অথবা প্রেমিক আমার মতো তোমার অপেক্ষায়?

সময়েরও সময় নাই অপেক্ষা অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার। প্রতীক্ষার পরীক্ষার দেয়ার
সময়েরও সারাক্ষণ ব্যাপক ব্যস্ততা, হাতেপায়ে
এই যেমন- তোমার ইদানীং সময় হয় না
ফোন ধরার, মেসেজ রিপ্লাই করার, ভিডিও কলের, দেখা করার, মনে পড়ার
সময় এবং তুমি তুমুল বহিয়া যাও, ভুলিয়া যাও, শুধু...

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

গঙ্গা তেরা পানি অমৃত-মৃত

আশীষ কুমার বিশ্বাস

ভারতের বেড়ানোর জায়গাগুলির মধ্যে এটা অন্যতম। এখানে ঋষি, মুনি, সিদ্ধ পুরুষদের আনাগোনা এবং তপস্যা ভূমিও বলতে পারি। এখানে অগণিত মন্দির, আশ্রম, বন উপবন, পাহাড়, এক কথায় ভ্রমণ পিপাসুদের উপযুক্ত স্থান। আসল কথাটি-ই বলা হলো না, আসলে এর নাম গঙ্গা দ্বার- বর্তমানে হরিদ্বার!

কিংবদন্তি অনুযায়ী, এখানেই দেবী গঙ্গা শ্মশানবাসী ভগবান শিবের চুল থেকে মুক্তি পেয়ে তার জঠ বেয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। গোমুখ থেকে উৎপন্ন হয়ে সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমিতে পতিত হয়েছে। এখানেই আমার সত্যি মিথ্যা গল্প কথার শুরু। যেখানে শত শত, ঋষি, মুনি, সিদ্ধ পুরুষ ও তাঁর অনেক শিষ্যরা, সাধক বসে আছে আখড়ায়। গায়ে তাঁদের ছাইভস্ম মাখা, কোথায়ও গহন বন, ঝর্ণা ধারা, পাহাড়ের বিরাট খাদ, শীতের তীব্রতা, আগুন জ্বালিয়ে এক মনে আরাধ্য দেব-দেবীর আরাধনায় মগ্ন।

এই ধর্মীয় তীর্থস্থান-এর পাহাড়ের গায়ে গড়ে উঠেছে স্বামী মহেন্দ্রানন্দ মহারাজের ছোট্ট একটি মঠ। কয়েক বছর আগেও এখানে একশো দেড়শো লোকের পাত পড়তো, কত লোকের আনাগোনা!

আজ আর সেই রকম লোকের আনাগোনা নেই, মঠ নিভু নিভু, এখন একরকম দুপুরে দশ বারো জনের পাত পড়ে।

স্বামী মহেন্দ্রানন্দ মহারাজ গুরুতর অসুস্থ, শরীরের সার বস্তু বলে কিছু নেই, মঠের লোক চিন্তায় ভেঙে পড়েছে, এক পক্ষকাল বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ! সব সন্দেহের অবসান, মহেন্দ্রানন্দ মহারাজ মারা গেলেন। এখানের ধারাবাহিক অনুসারে শরীর সলিল সমাধিতে মুক্তি পাবে, এটা নিশ্চিত। তার জন্যই তোড়জোড় চলতে লাগলো, সঠিক জানা নেই যে কেন এখানে দেহ দাহ করার উৎসাহী মানুষ কম?

খোলামেলা জায়গায় দেহ দাহ করা কি পরিবেশের পরিপন্থী, না নিয়ম কানুন বাঁধা? কিন্তু মৃতদেহ সলিল সমাধি দেওয়া কতটা নিরাপদ তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। বাঁশ দিয়ে খাঁচা তৈরি করা হচ্ছে, অনেকটা ফাঁকা ফাঁকা করে।

দেহ নিয়ে তৈরি গঙ্গার দিকে, পায়ে পায়ে - কাঁধে কাঁধে চললো মহারাজের দেহ। খাঁড়ির এক কোনে এসে সবাই দাঁড়ালো, দেহ আস্তে আস্তে নামানো হল, ধূপের গন্ধে ভোরে গেল খাঁড়ির আশপাশ। ফাঁকা ফাঁকা বাঁশের খাঁচায় মহারাজকে রাখা হলো, দড়ি দিয়ে কিছু কিছু জায়গায় হালকা করে বেঁধে দেওয়া হল, এবার গঙ্গার খাড়িতে নামিয়ে দেওয়ার পালা।

মহারাজের সলিল সমাধি, খরস্রোতা নদীতে এক সময়ে দেহ ফুলে ঢাকের রূপ নিল, শরীরের এক একটা অংশ জলের তোড়ে বিচ্ছিন্ন হতে লাগলো, মাথার চুল, মুখের চোয়াল, দেহের অধিকাংশ আর নেই।

এখানেই কিছু বলার জন্য আশা রাখি, শরীর হয়তো সলিল সমাধি হল, "গঙ্গা তেরা পানি অমৃত" এটা কি ঠিক হল, একটুও কি গঙ্গা দূষিত হলো না? এই ভাবেই যদি সলিল সমাধি ঘটতে থাকে, তাহলে কি গঙ্গা সত্যিই পবিত্র থাকবে?

তাই ভাববার সময় এসেছে, গঙ্গাকে কি করে আমরা দূষণমুক্ত রাখতে পারি, এতে যদি বিজ্ঞান এবং বাস্তব সায় দেয়, আমরা পিছপা হবো না। তাঁকে আঁকড়ে ধরেই "গঙ্গা তেরা পানি অমৃত" বানাতে চাই। আশাপ্রদ যে এটা আমরা পারবো, এই আশা রাখি।

জীবন একটা বহমান নদী

তাসরীনা শিখা

জীবন একটি বহমান নদী। সে নদী কখনো হয় খরস্রোতা, কখনো শান্ত, কখনো সে নদী চলতে চলতে হঠাৎ করে থমকে দাঁড়িয়ে মোড় নেয় অন্য দিকে, কখনো আবার সে নদী শুকিয়ে সৃষ্টি করে বালুচরের।

জীবন শুরু করেছিলাম দু'জনে। কত আনন্দ- কত স্বপ্ন, সংসার সাজানোর উত্তেজনা, উচ্ছ্বলতা। নতুন নতুন রান্না শেখা। দিন কেটেছে হেসে খেলে। গান শুনে, কবিতা পড়ে, ঘুরে বেড়িয়ে। কত গল্প- কত গল্প, গল্পের যেন আর শেষ নেই। স্কুল-কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প, বন্ধুদের গল্প, ছোটবেলার গল্প। একসাথে বসে টেলিভিশন দেখা, তাস খেলা, লুডু খেলা, দাবা খেলা, দাবায় হেরে গিয়ে গুটি এলো মেলো করে দেয়া। এভাবেই আনন্দময় জীবন কেটে যাচ্ছিলো।

এক সময় মনে হলো আমাদের এই আনন্দময় জীবনে শাখা প্রশাখা আসার প্রয়োজন। সে পরিকল্পনাতে আমাদের দু'জনের সংসারে আসলো শাখা প্রশাখা। এক ছেলে, এক মেয়ে। শিশুদের কলকাকলিতে ভরে উঠলো আমাদের দু'জনের সংসার। জীবনে শুরু হলো অন্য রকম ভাবনা, অন্য রকম দায়িত্ব, অন্য রকম আনন্দ। ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে হবে, নানা রকম প্রশিক্ষণ দিতে হবে, নানা রকমের সুশিক্ষা দিতে হবে। কি যে ব্যস্ততা সব কিছুর সাথে সন্তানদের অকৃতিম ভালোবাসা প্রদান করে তাদের মানুষের মতো মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা। সে ব্যস্ততা এখন শেষ। আমাদের শাখা প্রশাখারা এখন নিজেরাই গাছে পরিণত হয়েছে। যার যার স্থানে তারা সফলতা অর্জন করেছে।

এখন আমরা আবার দু'জন। এখন আমরা আর আগের জীবনের দু'জন নেই। এখন জীবনে উচ্ছ্বলতার চাইতে নীরবতাই বেশী। স্বামী ব্যস্ত তাঁর শিক্ষকতার কাজকর্ম নিয়ে, কাজের পরে বাড়ি এসে সারাদিনের টুকটাক কথাবার্তা তারপর কম্পিউটারের সামনে বসা। আমিও আগের মতো তাঁকে এক রাজ্যর খবর দেবার উৎসাহ তেমন পাই না। নিজের মাঝে অনেক কথাই এখন রেখে দেই।

জীবন তরী ভাসতে ভাসতে মাঝ পথ ছাড়িয়ে গেছে সাথে সাথে তরীর গতিও যেন কমে গেছে। জীবনটা কেমন যেন বদলে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা যেন দু'জন দু'জনের কাছে গুরু গম্ভীর অংকের মাষ্টার। ভালোবাসার ভাণ্ডার আগের মতই পরিপূর্ণ আছে। নিয়ম মাফিক সবই চলছে- একসাথে বসে খাওয়া, ছুটির দিনে বাইরে খেতে যাওয়া, লং ড্রাইভে যাওয়া, অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়া, ছুটিতে নানা জায়গাতে ছুটি কাটাতে যাওয়া সবই আগের মতো; তারপরও কোথায় যেন একটা শূন্যতা, একটা হাহাকার, একটা হারিয়ে ফেলার কষ্ট অনুভব করি। এখন অহেতুক কথার চাইতে প্রয়োজনীয় কথা বলাটাই অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। রেষ্টুরেন্টে বসেও যার যার মতো মুঠো ফোনে আঙুল চালাতে থাকি। মনে হয় যেন এত বছরে আমাদের অনেক কথাই ফুরিয়ে গেছে। খালি বাড়ি। ছেলে মেয়েদের কামরাগুলো একইভাবে পরিপাটি করে সাজানো। ওদের ঘরে ঢুকলে মনে হয় ঘরময় এক নীরবতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুকের ভেতর একটা কষ্টের ঝড় বইতে থাকে।

আমাদের শাখা-প্রশাখারা যখন তাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে আসে বা আমরা যাই তখন মনে হয় পৃথিবী সবটুকু আনন্দ এই ছোট শিশুদের মাঝে লুকিয়ে আছে। এরাই যেন আমাদের আনন্দ-আমাদের ভালোবাসা। এভাবেই ভালোবাসা নীচের দিকে নামতে থাকে। আমাদের প্রথম জীবনের সবটুকু ভালোবাসা যেন বিলিয়ে দিয়েছি এই শিশুদের মাঝে। আর আমাদের আগের ভালোবাসা সিক্ততা হারিয়ে শুষ্কতার দিকে এগিয়ে চলেছে। এখনকার ভালোবাসার মাঝে রয়েছে একের প্রতি অপরের নির্ভরতা। কেউ যেন কাউকে না জানিয়ে কিছু না করি। একে অপরকে আঘাত না করি। একে যেনো অন্যকে হারিয়ে না ফেলি সে আশঙ্কা। এটাই মনে হয় ভালোবাসার আরেক রুপ। মনে হয় এটাই যেন জীবনের নিয়ম।

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, January-2022, Volume-14, No-01 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au